ভয় পেয়ো না

AI-কে গোলাম বানাও

হুকুম দিতে শেখো

এস কে মনোয়ার নাহিদ
www.skmonoarnahid.com

978-984-35-9665-9

978-984-35-9665-9

AI-কে গোলাম বানাও

ভয় পেয়ো না – হুকুম দিতে শেখো

লেখক : এস কে মনোয়ার নাহিদ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০২৬

প্রকাশক :

LOCALPRESS NY INC.

315 Central Avenue

Albany, New York 12206

United States of America

মুদ্রণ :

আইডিয়া প্রিন্টার্স

২৯০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট

১৫ কাটাবন রোড, ঢাকা ১২০৫

মূল্য : ২০০ টাকা / 2 USD

গ্রন্থস্বত্ব : © লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN Number : 978-984-35-9665-9

লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ ফটোকপি, স্ক্যান বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন করা আইনত দণ্ডনীয়।

লেখক পরিচিতি

প্রায় দুই দশক ধরে টেলিভিশন ব্রডকাস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন বাংলাদেশের ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্স বিশেষজ্ঞ এস কে মনোয়ার নাহিদ। বর্তমানে তিনি রুদ্র এফএক্স (Rudra Fx)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্সের পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজে এআই ব্যবহার, কনটেন্ট ও প্রোডাকশন সহজ করা এবং সাধারণ মানুষকে এআই ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা তাঁর কাজ ও গবেষণার প্রধান বিষয়। ২০০৭ সালে আরটিভিতে মোশন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে যমুনা টিভি, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরে কাজ করে নিজেকে দক্ষ ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্স বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২০১৬ সালে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ব্রডকাস্ট প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নরওয়ের ভিজার্ট (Vizrt) থেকে তিনি প্রো ভিজ আর্টিস্ট ডিজাইনার সার্টিফিকেশন অর্জন করেন। একই বছর আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কনভেনশনে (IBC) অ্যাডোব ও ভিজার্টের পক্ষ থেকে সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৫ সালে দুবাইয়ে গোল্ডেন ব্রিক অ্যাওয়ার্ড এবং কাঠমান্ডুতে এশিয়ান বিজনেস আইকনিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এ ছাড়া দেশে এক্সিলেন্স ইন সাকসেস অ্যাওয়ার্ড ও স্টার বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ডসহ একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের মোশন গ্রাফিক্স বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন তিনি।

পেশাগত কাজের বাইরে তিনি পত্রিকায় কলাম লেখেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন এবং সামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক কার্যক্রমে যুক্ত আছেন। তিনি এর আগেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে Creatives in the Television Broadcast Industry এবং Guardians of Earth: Simple Steps to a Sustainable Future। তাঁর স্বপ্ন–বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানুষ প্রযুক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং সেই পরিবর্তনে তাঁর লেখা ভূমিকা রাখবে।

লেখকের সাথে যোগাযোগ: skmonoarnahid.com

Adobe ও Vizrt Recognition 2016 – NETHERLANDS-এর Amsterdam-এ অনুষ্ঠিত IBC 2016-এ broadcast graphics-এ সৃজনশীল অবদানের স্বীকৃতি; Adobe-এর Business Development Manager Eric Philpott এবং Vizrt-এর Chief Marketing Officer Chris Black-এর উপস্থিতিতে সম্মাননা প্রদান।

Golden Brick Award 2025 (DUBAI, UAE) – Television Campaign বিভাগে 7th Golden Brick Awards; Marriott Al Jaddaf Hotel-এ Diva Group CEO Nicole Rodrigues-এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Miss Denmark 2024 Victoria Larsen।

উৎসর্গ

তাদের জন্য –

যারা নতুন কিছু দেখলে ভয় পায় না, শেখার সাহস করে।

লেখকের দুইটা কথা

AI কোনো জাদু না, কোনো দৈত্যও না। AI হলো একটা গোলাম। খুবই কাজের গোলাম – যে ক্লান্ত হয় না, বেতন চায় না, রাগও করে না। শুধু একটা জিনিস লাগে – পরিষ্কার হুকুম। সেই হুকুম দেওয়াটাই এই বইয়ে শিখবে, হাসতে হাসতে।

AI নিয়ে চারদিকে দুই রকম কথা শোনা যায়। একদল বলে – “AI সব চাকরি খেয়ে ফেলবে!” আরেকদল এমন কঠিন ইংরেজিতে AI বোঝায় যে শুনলেই মাথা ঘোরে। এই বই দুই দলের কারো জন্যই না। এই বই তোমার জন্য – তুমি ছাত্র হও, চাকরিজীবী হও, ব্যবসায়ী হও বা গৃহিণী – যদি AI নতুন লাগে বা ভয় লাগে, এই বই তোমার।

বইটা লেখার সময় আমার একটাই পরীক্ষা ছিল – পরিবারের যে-কেউ, ক্লাস সিক্সের ছেলে থেকে ষাট বছরের মুরব্বি, বইটা খুলে প্রথম পাতা পড়ে যেন হেসে ফেলে আর মনে মনে বলে – “আরে, এটা তো আমিও পারব!”

বইয়ের নিয়ম সহজ: বড় সবুজ বাক্সে যা লেখা আছে, সেগুলো তোমার হুকুম – হুবহু কপি করে AI-কে দিয়ে দাও। ছোট লেখাগুলো শুধু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আর “বুদ্ধু রোবট” নামে একটা মিষ্টি রোবট পুরো বইয়ে তোমার সাথে থাকবে, মাঝে মাঝে কানে কানে টিপস দেবে।

শেষ ভাগে দেখাবো – এই সহজ জিনিসটা দিয়েই কীভাবে ঘরে বসে ইনকাম শুরু করা যায়। কোনো গালগল্প না, বাস্তব রাস্তা।

চলো, তোমার গোলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।

– এস কে মনোয়ার নাহিদ

ভেতরে কী কী আছে

ভাগ ১ – ভয় ভাঙো

১. তোমার প্রথম গোলাম ১১
২. গোলাম দিয়ে কী কী হয় ১৩
৩. গোলামও ভুল করে ১৫

ভাগ ২ – ফ্রি AI-এর জগৎ

৪. Google সার্চের ভেতরের AI ১৯
৫. পকেটে Google-এর AI: Gemini ২১
৬. ক্যামেরা, Gmail আর NotebookLM ২৩
৭. আরও চার গোলাম: ChatGPT, Claude, Meta AI, Copilot ২৫
৮. কোন কাজে কোন গোলাম + ফ্রি-র সীমানা ২৭

ভাগ ৩ – প্রথম হুকুম

৯. প্রম্পট মানে অর্ডার দেওয়া ২৯
১০. খারাপ হুকুম বনাম ভালো হুকুম ৩১
১১. ৫টা জাদু-শব্দ ৩৩
১২. মুখে বলেই হুকুম ৩৫

ভাগ ৪ – গুছিয়ে হুকুম

১৩. উত্তর নিজের মতো সাজাও ৩৭
১৪. ছবি বানানোর হুকুম ৩৯
১৫. পছন্দ না হলে ফেরত পাঠাও ৪৩
১৬. গোলাম মিথ্যা বললে ধরবে যেভাবে ৪৫
১৭. বাংলায় হুকুম নাকি ইংরেজিতে? ৪৭

ভাগ ৫ – রোজকার জীবনে গোলাম

১৮. চিঠি, দরখাস্ত, বায়োডাটা ৫১
১৯. পড়াশোনা, অনুবাদ, ইংরেজি ৫৩
২০. রান্না, বাজার, স্বাস্থ্য ৫৫
২১. তোমার ব্যবসার ফ্রি কর্মচারী ৫৭

💰 শেষ ভাগ – ঘরে বসে ইনকাম শুরু করো

২২. ইনকামের পাঁচ রাস্তা ৬১
২৩. পেমেন্ট, প্রতারণা আর বাস্তব হিসাব........................... ৬৫

🎁 বোনাস ভাগ – আরও মজা, আরও দক্ষতা

১০টা মজার পরীক্ষা – গোলামের সাথে খেলা ৬৮
গোলাম কথা শুনছে না? ৭ সমস্যা, ৭ সমাধান ৭০
সবাই যা জিজ্ঞেস করে – ১০ প্রশ্নের সোজা উত্তর ৭২
৭ দিনের চর্চা প্ল্যান... ৭৪
পকেট তালিকা: ২০টা জাদু-লাইন ৭৬

📋 উপহার

১০০টা রেডি হুকুম (কপি করে চালাও) ৮৫
কঠিন শব্দের সহজ মানে.. ৯১
লেখক পরিচিতি ৯৪

এই বই কীভাবে পড়বে

এটা গল্পের বই না, কাজের বই। তাই পড়ার নিয়মটাও একটু আলাদা – মোবাইল হাতের কাছে রেখে পড়ো।

চারটা রঙের চারটা মানে

- সবুজ বড় বাক্স = তোমার হুকুম। হুবহু কপি করে AI-কে পাঠাও – মুখস্থ করার কিছু নেই।
- নীল বাক্স = বুদ্ধু রোবটের টিপস – ছোট্ট কিন্তু দামি কথা।
- হলদে-কমলা বাক্স = সাবধানবাণী – এগুলো এড়িয়ে যেও না।
- ► এবার তোমার পালা = হাতে-কলমে কাজ – এটা করলেই শেখাটা গেঁথে যাবে।

তিনটা ছোট্ট অনুরোধ

- ক্রম মেনে পড়ো – প্রতিটা অধ্যায় আগেরটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
- প্রতি অধ্যায়ের কাজটা করেই পরেরটায় যাও – না করলে পড়া অর্ধেক।
- বইয়ে দাগ দাও, পাতা ভাঁজ করো – এটা সাজিয়ে রাখার বই না, ব্যবহারের বই।

ভাগ ১ – ভয় ভাঙো

আগে হাসো, তারপর শিখবে

শুরুটা হবে ভয় কাটিয়ে। AI কী, কীভাবে কাজ করে আর কেন এটাকে ভয় না পেয়ে নিজের সহকারী ভাববে – এই ভাগে সেটাই সহজভাবে বুঝে নাও।

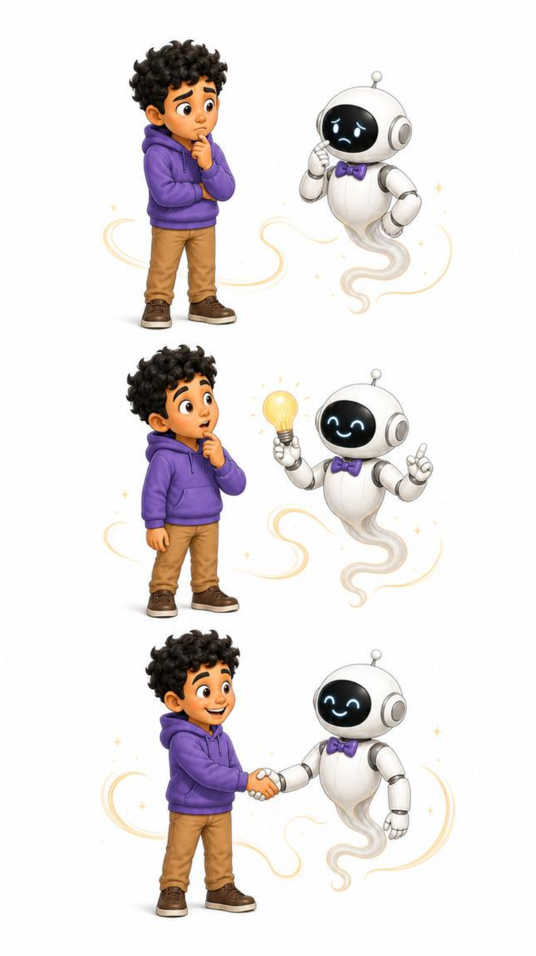

১. তোমার প্রথম গোলাম

রহিম সাহেব সারা দিনের কাজ শেষে এক রাতে ছেলের পুরনো মোবাইলটা ঘাঁটছিলেন। ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা অ্যাপে চাপ পড়ে গেল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল – "আমি আপনার সহকারী। কী করতে পারি?"

রহিম সাহেব মজা করে লিখলেন – "আমার মেয়ের জন্মদিনে কী বলব?" এক সেকেন্ডে উত্তর এলো – এত সুন্দর তিন লাইনের শুভেচ্ছা, যে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি ভাবলেন – "এ তো দেখি জিনের মতো! যা চাই, তা-ই দেয়!"

রহিম সাহেব ঠিকই ধরেছেন – শুধু একটা জিনিস ছাড়া। এটা জিন না, এটা গোলাম। আর জিন আর গোলামের পার্থক্যটা জরুরি: জিনকে ভয় পেতে হয়, গোলামকে হুকুম দিতে হয়। মালিক তুমি – ভয়টা পাবে কেন?

এই গোলামের নাম AI – কেউ বলে চ্যাটজিপিটি, কেউ বলে জেমিনি। নাম যা-ই হোক, কাজ একটাই: তুমি লিখে (বা মুখে বলে) হুকুম দেবে, সে কাজ করে দেবে। আর তোমার হুকুম যত পরিষ্কার হবে, তার কাজও তত ভালো হবে।

📋 তোমার জীবনের প্রথম হুকুম – হুবহু কপি করো

আমাকে একদম সহজ বাংলায়, ছোট ছোট লাইনে বলো – এক কাপ ভালো চা বানানোর ৫টা ধাপ। যেন একটা বাচ্চাও বুঝতে পারে।

👉 যেকোনো AI অ্যাপে এটা লিখে পাঠাও। দেখো, কেমন বাধ্য গোলামের মতো গুছিয়ে উত্তর দেয়!

🤖 **বুদ্ধু রোবট:** মালিক, ভয়ের কিছু নেই – আপনি ভুল লিখলেও আমি রাগ করি না, নষ্টও হই না। যত খুশি পরীক্ষা করুন!

► এবার তোমার পালা

উপরের হুকুমে “চা”-এর জায়গায় “ডিম ভাজা” বসিয়ে আবার পাঠাও। অভিনন্দন – তুমি এখন একটা গোলামের মালিক!

দেখো, হুকুমটি আরও ভালো করি

যোগ করো:
'চায়ের রং ও ঘ্রাণ ভালো করার ৩টি টিপসও দাও।'

একটি পাল্টা হুকুমই উত্তরকে আরও কাজের করে।

২. গোলাম দিয়ে কী কী হয়

নতুন গোলাম পেলে প্রথম প্রশ্ন – "এরে দিয়ে কী কী করানো যায়?" ছোট উত্তর: লেখা, জানা, আর বানানো – এই তিন কাজে সে ওস্তাদ।

১. লেখার কাজ

চিঠি, মেসেজ, দরখাস্ত, ফেসবুক পোস্ট, জন্মদিনের শুভেচ্ছা, এমনকি প্রেমপত্র (নিজ দায়িত্বে!) – বলে দাও কী চাই, লিখে দেবে।

২. জানার কাজ

যা মাথায় আসে জিজ্ঞেস করো – "ভিসার জন্য কী কী কাগজ লাগে?", "গরুর মাংস কতক্ষণ সিদ্ধ করলে নরম হয়?", "ছেলের জ্বর, কী করব?" – শিক্ষকের মতো বুঝিয়ে বলবে, বিরক্ত হবে না।

৩. বানানোর কাজ

ছবি বানায়! লিখে দাও – "আমার দোকানের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা পোস্টার বানাও" – বানিয়ে দেবে। ডিজাইনার লাগবে না।

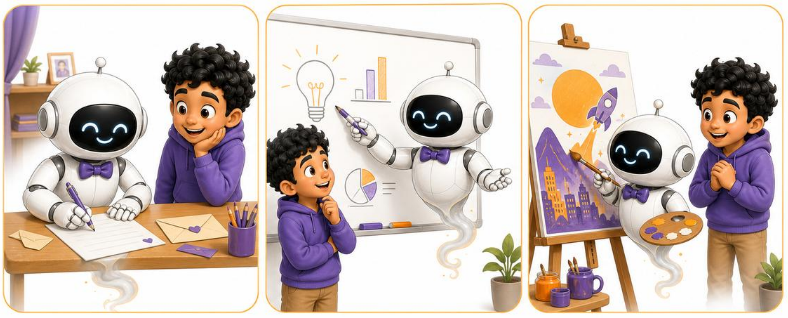

📋 তিন কাজের তিন হুকুম – যেটা খুশি চালাও

১) আমার বন্ধুর মন খারাপ। ওকে হাসানোর জন্য একটা মজার মেসেজ লিখে দাও। ২) সহজ ভাষায় বোঝাও – মোবাইলে টাকা রিচার্জ কীভাবে কাজ করে? ৩) একটা চায়ের দোকানের ব্যানারের জন্য মজার স্লোগান দাও।

👉 তিনটাই আলাদা আলাদা পাঠাও – তিন রকম জাদু দেখবে।

> 🤖 **বুদ্ধু রোবট:** আমাকে একসাথে দশটা কাজ দিলেও ক্লান্ত হই না। তবে এক হুকুমে এক কাজ দিলে ফলাফল সবচেয়ে ভালো হয়, মালিক।

📋 আরেকটা মজার হুকুম – গোলামের কাছেই জেনে নাও

আমি AI-তে একদম নতুন। আমার মতো নতুন একজন মানুষ তোমাকে দিয়ে রোজকার জীবনে কী কী কাজ করাতে পারে – সবচেয়ে সহজ ১০টা কাজের লিস্ট দাও, সহজ বাংলায়।

👉 গোলাম নিজেই নিজের ব্যবহারের তালিকা দেবে – এর চেয়ে ভালো গাইড আর কে!

▶ এবার তোমার পালা

তোমার আজকের একটা সত্যিকারের কাজ (মেসেজ, প্রশ্ন, যা-ই হোক) গোলামকে দিয়ে করিয়ে নাও।

৩. গোলামও ভুল করে

এবার একটা সত্যি কথা – যেটা অনেক বই লুকিয়ে যায়। তোমার এই গোলাম মাঝে মাঝে ভুল করে। আর মজার ব্যাপার হলো, ভুলটাও করে পুরো আত্মবিশ্বাসের সাথে!

একবার একজন AI-কে জিজ্ঞেস করেছিল – "বাংলাদেশের জাতীয় মাছ কী?" AI গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো – "কাতলা।" এমন ভাব, যেন সে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সচিব! অথচ সবাই জানে, উত্তরটা ইলিশ।

কেন এমন হয়? কারণ গোলামটা আসলে "জানে" না – সে কোটি কোটি লেখা পড়ে আন্দাজ করে, এর পরে কোন কথাটা বসালে ঠিক শোনাবে। বেশিরভাগ সময় আন্দাজটা দুর্দান্ত হয়। মাঝে মাঝে হয় হাস্যকর।

তাহলে উপায়? সহজ – গোলামকে বিশ্বাস করো, কিন্তু অন্ধবিশ্বাস করো না। জরুরি তথ্য (টাকা-পয়সা, ওষুধ, আইন-কানুন) হলে আরেকবার মিলিয়ে নাও। কীভাবে মেলাবে, সেটা অধ্যায় ১৬-তে হাতে ধরে শেখাবো।

> ⚠ মনে রাখো: গোলাম তোমার সহকারী – তোমার ডাক্তার, উকিল বা হুজুর না। বড় সিদ্ধান্তের আগে আসল মানুষের সাথে কথা বলো।

📋 গোলামকে সৎ থাকার হুকুম

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তবে যদি কোনো তথ্য নিয়ে তুমি নিশ্চিত না হও, সোজাসুজি বলবে – "আমি নিশ্চিত না।" আন্দাজে উত্তর দেবে না।

👉 এই এক লাইন জুড়ে দিলেই গোলাম অনেক সাবধান হয়ে যায়। জরুরি প্রশ্নে সবসময় ব্যবহার করো।

► এবার তোমার পালা

গোলামকে তোমার এলাকার একটা খুব লোকাল প্রশ্ন করো (যেমন পাড়ার মসজিদের নাম)। দেখো সে সত্যি বলে, নাকি ভাব নেয়!

উত্তর যাচাইয়ের ৩ ধাপ

1. জরুরি দাবিটি আলাদা করো।
2. সোর্স বা link চাও।
3. বিশ্বস্ত সাইটে মিলিয়ে দেখো।

স্বাস্থ্য, টাকা ও আইনের তথ্যে এই ধাপ বাদ দেবে না।

ভাগ ২ – ফ্রি AI-এর জগৎ

এক টাকাও খরচ না করে শুরু করো

সুখবর দিয়ে শুরু করি – এই বইয়ের ৯৫ ভাগ কাজ শিখতে তোমার এক টাকাও লাগবে না। দুনিয়ার সেরা AI কোম্পানিগুলো তাদের গোলাম ফ্রিতে খাটতে দিচ্ছে। আর সবচেয়ে মজার কথা – একটা গোলাম তো এরই মধ্যে তোমার মোবাইলে বসে আছে, তুমি হয়তো খেয়ালই করোনি!

ফ্রি AI-এর ছোট মানচিত্র

কাজ বুঝে ঠিক গোলামটি বেছে নাও

তথ্য খোঁজা -> Google AI Mode
লেখা ও পরিকল্পনা -> Gemini / ChatGPT
নিজের ফাইল থেকে শেখা -> NotebookLM

ফ্রি সীমা শেষ হলে পরে আবার চেষ্টা করো বা বিকল্প ব্যবহার করো।

৪. Google সার্চের ভেতরের AI

Google-এ তো রোজই কত কিছু খোঁজো। এখন সেই Google-এর ভেতরেই AI বসানো আছে – নতুন কোনো অ্যাপ লাগবে না, অ্যাকাউন্টও খুলতে হবে না। এটাই তোমার প্রথম ফ্রি গোলাম।

AI Mode – সার্চের পাশেই লুকিয়ে আছে

Google-এ কিছু সার্চ করলে ফলাফলের ওপরে কয়েকটা ট্যাব দেখায় – All, Images, Videos... খেয়াল করো, একদম বাঁ পাশে লেখা থাকে “AI Mode”। ওইটায় চাপ দাও – ব্যস, সার্চটা চ্যাটে বদলে গেল!

AI Mode-এ তুমি পুরো বাক্যে প্রশ্ন করতে পারো, মানুষের মতো। আর উত্তর পাওয়ার পর আবার পাল্টা প্রশ্নও করা যায় – যেমন দোকানে দরদাম করার সময় কথার পিঠে কথা চলে, ঠিক তেমন।

AI Overview – না চাইতেই উত্তর

আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছ? এখন অনেক সার্চের একদম ওপরে Google নিজেই একটা গোছানো উত্তর লিখে দেয় – এর নাম AI Overview। দশটা ওয়েবসাইট ঘাঁটার দরকার নেই, সারমর্মটা ওপরেই পেয়ে যাও। প্রশ্নটা পুরো বাক্যে লিখলে এটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

📋 AI Mode-এ চালানোর প্রথম প্রশ্ন

পাসপোর্ট করতে কী কী কাগজ লাগে আর মোট কত টাকা খরচ হয়? সহজ করে ধাপে ধাপে বলো।

👉 উত্তর আসার পর পাল্টা জিজ্ঞেস করো: "আর জরুরি ভিত্তিতে করলে?" – দেখো, সে আগের কথা মনে রেখেই উত্তর দেয়!

🤖 **বুদ্ধু রোবট:** মালিক, AI Mode-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা – আমি Google-এর তাজা খবর দেখে উত্তর দিই। তাই দাম, নিয়ম-কানুন এসব প্রশ্নে আমাকে এখানেই করুন!

► এবার তোমার পালা

Google খুলে যেকোনো একটা প্রশ্ন সার্চ করো, তারপর AI Mode ট্যাবে চাপ দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে দেখো।

Google AI Mode-এ সোর্স ধরো

উত্তরের পাশের link খোলো।

দেখো:

- সাইটটি সরকারি/বিশ্বস্ত কি না

- তথ্যটি কবের

- একাধিক সোর্স মিলছে কি না

৫. পকেটে Google-এর AI: Gemini

সার্চের AI তো চিনলে। এবার Google-এর আসল গোলামের সাথে পরিচয় হও – নাম Gemini (জেমিনি)। এটা আলাদা একটা অ্যাপ, আর ক্ষমতা সার্চের AI-এর চেয়ে অনেক বেশি। তোমার Gmail অ্যাকাউন্ট থাকলেই চলবে।

চালু করবে যেভাবে

- মোবাইলের Play Store-এ গিয়ে লিখো "Gemini" – ইনস্টল করো (ফ্রি)
- Gmail দিয়ে সাইন-ইন করো – ব্যস, গোলাম হাজির
- নিচের লেখার ঘরে বাংলায় হুকুম লিখে পাঠাও – বাংলা দারুণ বোঝে

Gemini-র তিনটা সুপার পাওয়ার

১) মুখে বললেই হয় – মাইক বাটনে চাপ দিয়ে বাংলায় কথা বলো, টাইপ লাগবে না। ২) ছবি দেখে – ক্যামেরায় কিছু দেখাও, সে বুঝে উত্তর দেবে। ৩) Google-এর খবর রাখে – নতুন তথ্য দরকার হলে সার্চ করে এনে দেয়।

📋 Gemini-তে প্রথম হুকুম

আজ থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত সহকারী। আমি সহজ বাংলায় প্রশ্ন করব, তুমি সহজ বাংলায় ছোট ছোট লাইনে উত্তর দেবে। রাজি থাকলে বলো – "হুকুম করুন মালিক!"

👉 মজাটা দেখো – এরপর থেকে সে সত্যিই তোমার সহকারীর মতো আচরণ করবে।

🤖 **বুদ্ধু রোবট:** মাইক্রোফোন বাটনটা তাদের জন্য আশীর্বাদ, যাদের টাইপ করতে ইচ্ছা করে না – মুখে বললেই কাজ শেষ!

► এবার তোমার পালা

Gemini ইনস্টল করে মাইকে চাপ দিয়ে মুখে বলো – "আগামীকাল সকালের জন্য একটা কাজের লিস্ট বানাও।"

Gemini-কে দিয়ে আজই ৩ কাজ

1. *আজকের কাজের তালিকা সাজাও।*
2. *একটি ভদ্র message লিখে দাও।*
3. *ঘরে যা আছে তা দিয়ে রান্নার আইডিয়া দাও।*

৬. ক্যামেরা, Gmail আর NotebookLM

Google তার আরও কয়েক জায়গায় গোলাম বসিয়ে রেখেছে। এগুলো চিনে রাখলে রোজকার অনেক ঝামেলা এক নিমেষে মিটে যাবে।

১. ক্যামেরা ধরলেই উত্তর (Google Lens)

ওষুধের প্যাকেট, ইংরেজি ফর্ম, সাইনবোর্ড – যা বুঝছ না, ক্যামেরা ধরো। Gemini বা Google Lens ছবি দেখে বাংলায় বুঝিয়ে দেবে। মুরব্বিদের জন্য এটা দারুণ কাজের জিনিস।

২. Gmail আর Docs-এর ভেতরের Gemini

Gmail-এ ইমেইল লিখতে গেলে “Help me write” অপশন পাবে – কাকে, কী বিষয়ে লিখবে বলে দিলে পুরো ইমেইল বানিয়ে দেয়। অফিসের মানুষদের রোজকার ঘণ্টাখানেক বাঁচিয়ে দেয়।

৩. NotebookLM – পড়ুয়াদের গুপ্তধন

notebooklm.google.com-এ নিজের নোট, বইয়ের PDF বা যেকোনো ফাইল দাও – তারপর সেই ফাইল নিয়েই প্রশ্ন করো। সে শুধু তোমার দেওয়া জিনিস থেকে উত্তর দেবে, বাইরের গালগল্প না। ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকদের জন্য ফ্রি-তে এর চেয়ে ভালো জিনিস নেই।

📋 NotebookLM-এ ফাইল দিয়ে এই হুকুম

এই ফাইল থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১০টা পয়েন্ট বের করো। তারপর আমাকে পরীক্ষার জন্য ৫টা প্রশ্ন বানিয়ে দাও – উত্তরসহ।

👉 পরীক্ষার আগের রাতের সবচেয়ে দামি হুকুম!

▶ এবার তোমার পালা

মোবাইলের ক্যামেরা কোনো ইংরেজি লেখার দিকে ধরে Google Lens দিয়ে বাংলা অনুবাদ করে দেখো।

৩ টুল, ৩ রকম সাহায্য

Camera: সামনের জিনিস দেখিয়ে প্রশ্ন।

Gmail: লম্বা email ছোট করা ও জবাব।

NotebookLM: নিজের file থেকে সারাংশ ও প্রশ্ন।

৭. আরও চার গোলাম: ChatGPT, Claude, Meta AI, Copilot

Google একা না – আরও কয়েকটা কোম্পানি তাদের গোলাম ফ্রিতে দিচ্ছে। সবগুলো চিনে রাখো, কারণ এক গোলাম ব্যস্ত থাকলে আরেকটাকে ডাকা যায়!

ChatGPT – দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত গোলাম

chatgpt.com বা ChatGPT অ্যাপ। ফ্রি ভার্সনেই লেখালেখি, প্রশ্ন-উত্তর, এমনকি ছবি বানানোও চলে (দিনে কয়েকটা)। সবচেয়ে সবজান্তা ভাব এরই – আর লেখার হাতও চমৎকার।

Claude – শান্ত, ভদ্র, গোছানো

claude.ai – লম্বা লেখা, গুছিয়ে বোঝানো, আর ভদ্র উত্তরে এর জুড়ি নেই। বড় কোনো লেখা পড়িয়ে সারমর্ম করাতে দুর্দান্ত।

Meta AI – WhatsApp-এর ভেতরেই!

সবচেয়ে সহজটা এটাই – নতুন অ্যাপই লাগে না। WhatsApp-এর সার্চে "Meta AI" লিখো, নীল গোল চিহ্নটায় চাপ দাও – ব্যস, চ্যাট শুরু। যিনি WhatsApp-এ ভয়েস মেসেজ পাঠাতে পারেন, তিনি Meta AI-ও চালাতে পারবেন।

Copilot – Microsoft-এর গোলাম

copilot.microsoft.com – উত্তরের সাথে সোর্স (কোথা থেকে জানলো) দেখিয়ে দেয়, তাই তথ্য মেলাতে সুবিধা।

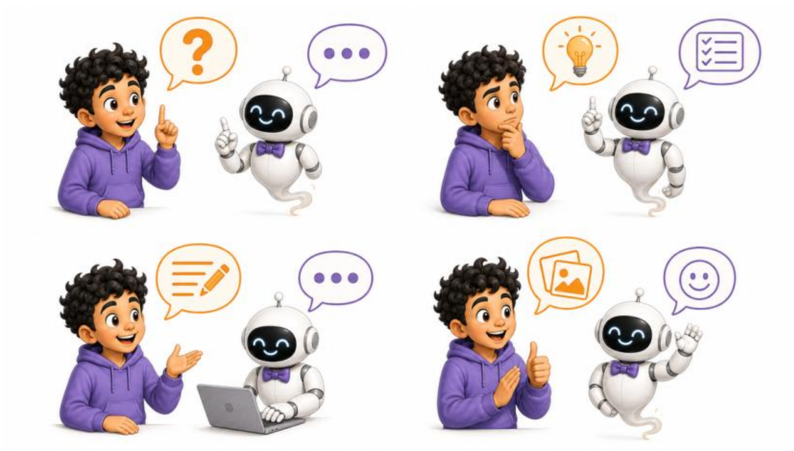

📋 যেকোনো নতুন গোলাম পরীক্ষার হুকুম

নিজের পরিচয় দাও ৩ লাইনে। তারপর বলো – তুমি ফ্রিতে আমার জন্য কী কী করতে পারবে? সহজ বাংলায়, লিস্ট করে।

👉 নতুন যে AI-ই পাও, প্রথমে এটা পাঠাও – সে নিজেই নিজের ক্ষমতা বলে দেবে।

বুদ্ধু রোবট: সব গোলামের নিয়ম একই, মালিক – পরিষ্কার হুকুম দিলে ভালো কাজ। একটা শিখলে সবগুলোই পারবেন!

▶ এবার তোমার পালা

WhatsApp খুলে Meta AI খুঁজে বের করো আর জিজ্ঞেস করো – “আজকে রাতের খাবারে সহজ কী রান্না করা যায়?”

৮. কোন কাজে কোন গোলাম + ফ্রি-র সীমানা

ছয়টা গোলাম চিনলে। এখন এক নজরে দেখে নাও – কোন কাজে কাকে ডাকবে:

- চটজলদি তথ্য, দাম, নিয়ম-কানুন → Google-এর AI Mode
- রোজকার প্রশ্ন, মুখে বলা, ছবি দেখানো → Gemini
- লেখালেখি, মজার আইডিয়া, ছবি বানানো → ChatGPT
- লম্বা লেখা গুছিয়ে বোঝা, ভদ্র উত্তর → Claude
- অ্যাপ ছাড়া চটজলদি – WhatsApp-এই → Meta AI
- সোর্সসহ তথ্য যাচাই → Copilot
- নিজের নোট/ফাইল নিয়ে পড়াশোনা → NotebookLM

ফ্রি-তে কতটুকু পাবে? (সৎ কথা)

ফ্রি ভার্সনে দিনে ব্যবহারের একটা সীমা থাকে – বেশি চালালে বলবে "কয়েক ঘণ্টা পরে আসুন।" আর সবচেয়ে চালাক মডেলটা অনেক সময় শুধু টাকার গ্রাহকদের জন্য থাকে।

তাহলে টাকা দেবে কবে? উত্তর সোজা – যেদিন AI দিয়ে তোমার ইনকাম শুরু হবে, সেদিন ভাববে। তার আগে ফ্রি-ই যথেষ্ট। এই বইয়ের সব কাজ ফ্রি ভার্সনে চলবে। একটা গোলামের লিমিট শেষ? আরেকটাকে ডাকো – তোমার তো ছয়টা গোলাম!

> ⚠ কেউ যদি বলে "AI শেখার জন্য আগে ৫ হাজার টাকার কোর্স করেন" – হাসো আর এই বইটা দেখাও। শেখা ফ্রি, গোলামও ফ্রি।

► এবার তোমার পালা

ছয়টার মধ্যে যেকোনো দুটো গোলামকে একই প্রশ্ন করো। কার উত্তর বেশি পছন্দ হলো – সেটাই আপাতত তোমার প্রধান গোলাম!

ভালো হুকুমের ফরমুলা

চারটি জিনিস বললেই উত্তর বদলে যায়

1. *কাজ - কী চাও?*
2. *প্রেক্ষাপট - কার জন্য, কেন?*
3. *ধরন - তালিকা, টেবিল না লেখা?*
4. *সীমা - কত বড়, কেমন ভাষায়?*

এই চারটি থাকলে গোলামের ভুল বোঝার সুযোগ কমে।

ভাগ ৩ – প্রথম হুকুম

প্রম্পট শেখা মানে হুকুম দিতে শেখা

গোলাম চিনেছ, এবার তাকে ঠিকভাবে কাজ দেওয়ার পালা। পরিষ্কার হুকুমের ছোট কৌশলগুলো শিখলেই উত্তর হবে অনেক বেশি কাজের।

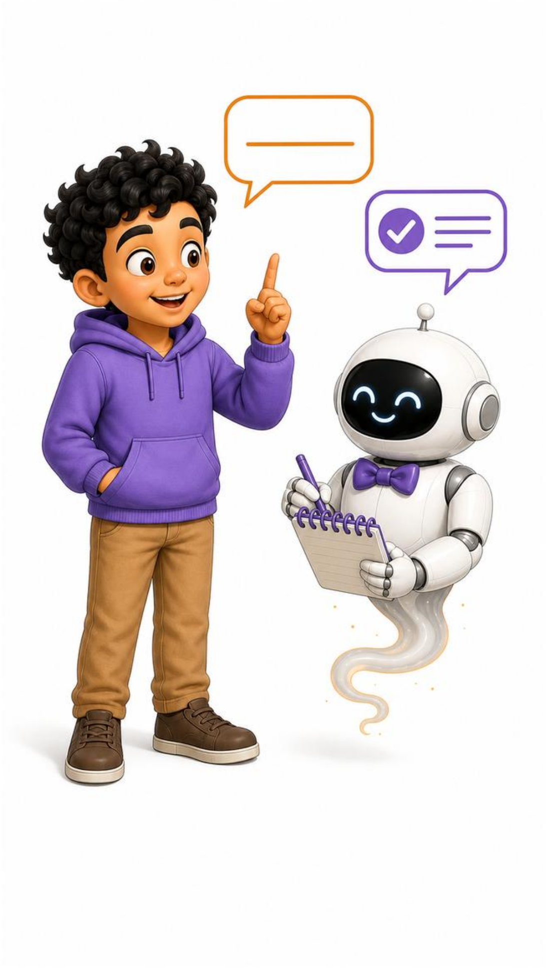

৯. প্রম্পট মানে অর্ডার দেওয়া

এতক্ষণ যেগুলো “হুকুম” বলছিলাম, তার ইংরেজি ভদ্র নাম – প্রম্পট (Prompt)। শব্দটা মনে রাখো, কারণ সবাই এই নামেই ডাকে। তবে ভয়ের কিছু নেই – প্রম্পট আসলে দোকানে অর্ডার দেওয়ার মতোই সহজ।

চায়ের দোকানে গিয়ে যদি বলো – “চা দেন” – মামা তার মর্জিমতো একটা চা দেবে। কিন্তু যদি বলো – “মামা, কম চিনি, বেশি দুধ, কড়া লিকারের গরম চা দেন” – এবার ঠিক তোমার মনের মতো চা-টা পাবে।

AI-ও ঠিক ওই চায়ের মামার মতো। যত পরিষ্কার অর্ডার, তত মনের মতো ফলাফল। পুরো প্রম্পট-বিজ্ঞান এই এক লাইনেই!

ভালো অর্ডারে তিনটা জিনিস থাকে – কী চাই, কার জন্য বা কেন চাই, আর কেমন করে চাই। এই তিনটা বললেই ৯০ ভাগ কাজ শেষ।

খালি অর্ডার বনাম ভরা অর্ডার

খালি: “একটা মেসেজ লিখে দাও।” ভরা: “আমার বড় ভাইয়ের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা মেসেজ লিখে দাও। ভাই ঢাকায় থাকেন, খুব রসিক মানুষ। মেসেজটা হবে ৩-৪ লাইনের, মজার, আর শেষে একটু আবেগ থাকবে।”

☞ দুটোই পাঠিয়ে পার্থক্যটা নিজের চোখে দেখো – এটাই প্রম্পটের পুরো রহস্য।

বুদ্ধু রোবট: মালিক, আমি মন পড়তে পারি না – কিন্তু পরিষ্কার কথা পড়তে পারি। যা মনে আছে, তা মুখে (মানে লেখায়) আনুন!

► এবার তোমার পালা

আজ কাউকে কোনো মেসেজ পাঠানোর আগে – কী চাই, কার জন্য, কেমন করে – এই তিনটা বলে AI-কে দিয়ে লিখিয়ে নাও।

১০. খারাপ হুকুম বনাম ভালো হুকুম

চলো কয়েকটা সত্যিকারের উদাহরণ দেখি – একই কাজ, দুই রকম হুকুম, আকাশ-পাতাল ফলাফল।

উদাহরণ ১: দরখাস্ত

✕ খারাপ: "ছুটির দরখাস্ত লিখো।" – AI কার ছুটি, কেন ছুটি, কিছুই জানে না। ফলাফল: ইংরেজি-মার্কা প্যাঁচানো কিছু একটা।

✓ ভালো: "আমার মেয়ের স্কুলের হেডস্যারের কাছে ৩ দিনের ছুটির দরখাস্ত লিখো। কারণ – গ্রামের বাড়িতে দাদির অসুস্থতা। ভাষা হবে বিনয়ী, সহজ বাংলা।"

উদাহরণ ২: ব্যবসার পোস্ট

✕ খারাপ: "আমার দোকানের জন্য পোস্ট লিখো।"

✓ ভালো: "আমার কাপড়ের দোকানের ফেসবুক পোস্ট লিখো। ঈদ উপলক্ষে সব থ্রি-পিসে ২০% ছাড় চলছে। পোস্টটা হবে ৪-৫ লাইনের, মজার ভাষায়, শেষে দোকানের ঠিকানা বসানোর জায়গা রাখবে।"

লক্ষ করো – ভালো হুকুমগুলো লম্বা, কিন্তু কঠিন না। তুমি শুধু সেই কথাগুলোই লিখছ, যেগুলো দোকানদারকে এমনিতেও বলতে!

> 📋 হুকুম বানানোর রেডি ছাঁচ (ফাঁকা ঘর পূরণ করো)
>
> **আমার জন্য [কী] লিখে দাও। এটা [কার জন্য / কোথায় ব্যবহার হবে]। বিষয়: [আসল ঘটনা ২-১ লাইনে]। ভাষা হবে [সহজ বাংলা / মজার / বিনয়ী], লম্বায় [কত লাইন]।**
>
> *☞ এই ছাঁচটা মুখস্থ করার দরকার নেই – বইয়ের শেষে ১০০টা রেডি হুকুম দেওয়া আছে!*

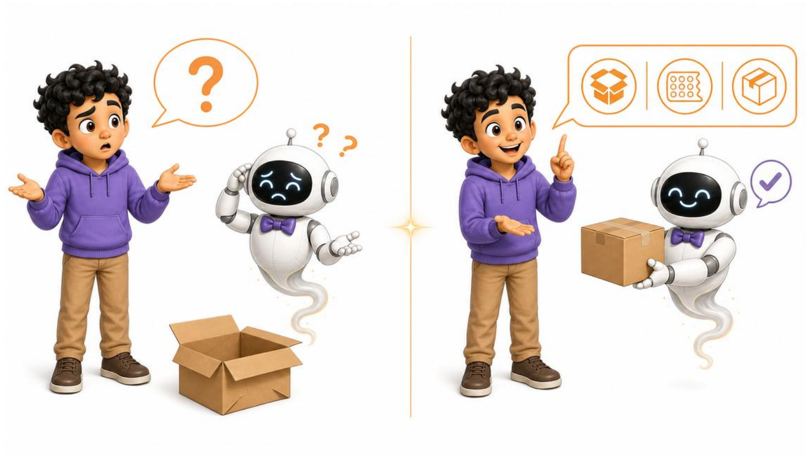

► এবার তোমার পালা

উপরের ছাঁচে ফাঁকা ঘর পূরণ করে নিজের একটা কাজের হুকুম বানাও আর চালাও।

নিজের হুকুম বানাও

কাজ: [কী চাই]
কার জন্য: [পাঠক/ক্রেতা]
ধরন: [তালিকা/টেবিল/মেসেজ]
ভাষা: [সহজ/ভদ্র/বন্ধুসুলভ]
দৈর্ঘ্য: [ছোট/বিস্তারিত]

১১. ৫টা জাদু-শব্দ

কিছু শব্দ আছে, হুকুমের শেষে জুড়ে দিলেই উত্তর সোনার মতো ঝকঝকে হয়ে যায়। এই পাঁচটা মুখস্থ করে ফেলো – পুরো বইয়ে এর চেয়ে দামি পাতা আর নেই!

জাদু-শব্দ ১: "সহজ বাংলায় বলো"

AI মাঝে মাঝে পণ্ডিতি ভাষায় চলে যায়। এই শব্দে সে সাথে সাথে মানুষের ভাষায় নেমে আসে।

জাদু-শব্দ ২: "ছোট করে বলো"

রচনা লিখে ফেলার অভ্যাস আছে তার। এটা বললে মূল কথাটুকুই দেবে।

জাদু-শব্দ ৩: "উদাহরণ দিয়ে বোঝাও"

যেকোনো কঠিন জিনিস উদাহরণ পেলেই পানির মতো সোজা হয়ে যায়।

জাদু-শব্দ ৪: "ধাপে ধাপে বলো"

কোনো কাজের নিয়ম জানতে চাইলে এটা বলো – ১, ২, ৩ করে সাজিয়ে দেবে, যাতে দেখে দেখে করা যায়।

জাদু-শব্দ ৫: "টেবিল বানিয়ে দাও"

দুটো জিনিসের তুলনা বা হিসাব-নিকাশ? টেবিল চাও – এক নজরে সব পরিষ্কার।

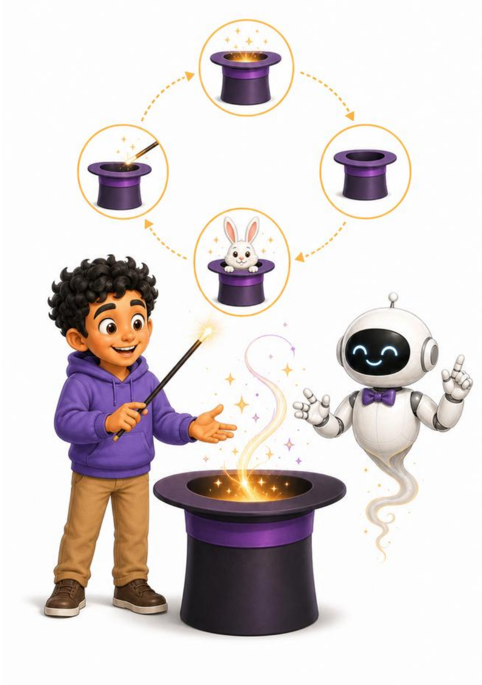

📋 পাঁচ জাদু একসাথে

মোবাইল ব্যাংকিং কীভাবে কাজ করে – সহজ বাংলায়, ছোট করে, একটা উদাহরণ দিয়ে, ধাপে ধাপে বোঝাও। শেষে বিকাশ আর নগদের পার্থক্য একটা ছোট টেবিলে দাও।

👉 এক হুকুমে পাঁচ জাদুর প্রয়োগ – উত্তরটা দেখলে বিশ্বাস করবে!

বুদ্ধু রোবট: এই পাঁচটা শব্দ আমার কানে মধুর মতো, মালিক। যতবার বলবেন, ততবার উত্তর সুন্দর হবে!

▶ এবার তোমার পালা

আগে করা যেকোনো একটা প্রশ্ন আবার করো – এবার শেষে "সহজ বাংলায়, উদাহরণ দিয়ে" জুড়ে দাও। পার্থক্যটা দেখো।

১২. মুখে বলেই হুকুম

টাইপ করতে কষ্ট? কোনো ব্যাপারই না। প্রায় সব AI অ্যাপে একটা মাইক্রোফোন বাটন আছে – চাপ দাও, বাংলায় কথা বলো, ছেড়ে দাও। তোমার কথা লেখা হয়ে যাবে, উত্তরও চলে আসবে।

এমনকি Gemini-তে “লাইভ” মোড আছে – ফোনে কথা বলার মতো AI-এর সাথে সরাসরি গল্প করা যায়। তুমি বলবে, সে মুখে উত্তর দেবে। চোখের সমস্যা বা পড়ালেখার সমস্যা যাদের, তাদের জন্য এটা আশীর্বাদ।

মুখে হুকুম দেওয়ার ৩টা টিপস

- একটু ধীরে, স্পষ্ট করে বলো – তাড়াহুড়ায় শব্দ ভুল লেখা হতে পারে
- শেষ করে স্ক্রিনে একবার দেখে নাও – ভুল লিখলে ছোট্ট এডিট করে দাও
- লম্বা হুকুম ভেঙে বলো – আগে মূল কথা, উত্তর এলে পরের অংশ

📋 মুখে বলার মতো সহজ হুকুম (পড়ে শোনাও!)

আমার নাতনির বয়স পাঁচ বছর। ওকে ঘুম পাড়ানোর জন্য একটা ছোট্ট মজার গল্প বানিয়ে বলো – যেখানে একটা বিড়াল আর একটা রোবট বন্ধু হয়।

👉 মাইকে চেপে এটা মুখে বলে দেখো – টাইপের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত!

▶ এবার তোমার পালা

আজ থেকে তিন দিন টাইপ নিষেধ – সব হুকুম মুখে বলবে। তিন দিন পর দেখবে, মুখে বলাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

ভাগ ৪ – গুছিয়ে হুকুম

এবার গোলামকে পুরো কন্ট্রোলে আনো

সাধারণ হুকুমকে এবার নিজের প্রয়োজনমতো সাজাবে। ভাষা, দৈর্ঘ্য, ধরন ও ফলাফল–সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ থাকবে তোমার হাতে।

১৩. উত্তর নিজের মতো সাজাও

গোলাম শুধু কাজ করলেই হবে না – কাজটা তোমার মনের মাপে হতে হবে। সুখবর: উত্তরের আকার-আকৃতি পুরোটাই তোমার হাতে। শুধু চেয়ে নিতে হবে।

লম্বা চাই না ছোট?

“২ লাইনে বলো” / “৫০০ শব্দের মধ্যে লিখো” / “বিস্তারিত লিখো, কিছু বাদ দেবে না” – যেটা দরকার, বলে দাও। সংখ্যা বলে দিলে সে সংখ্যা মেনে চলে।

লিস্ট, টেবিল, নাকি প্যারা?

“পয়েন্ট আকারে দাও” – টুকটুক করে পড়া যায়। “টেবিলে দাও” – তুলনার জন্য সেরা। “গল্পের মতো করে লেখো” – পড়তে আরাম। ফরম্যাটটা তুমি ঠিক করবে, সে মানবে।

> 📋 সাজানো উত্তরের হুকুম
>
> **ঢাকার ভেতরে ঘোরার ৫টা সুন্দর জায়গার নাম দাও – টেবিল আকারে। টেবিলে থাকবে: জায়গার নাম, কী দেখা যায় (১ লাইনে), আর আনুমানিক খরচ। শেষে ২ লাইনে বলো – পরিবার নিয়ে কোনটায় আগে যাওয়া উচিত।**
>
> *☞ দেখো – ফরম্যাট, কলাম, এমনকি শেষের পরামর্শটাও তুমিই ঠিক করে দিলে!*

► এবার তোমার পালা

যেকোনো প্রশ্ন করো – প্রথমবার এমনি, দ্বিতীয়বার “টেবিলে দাও” বলে। কোনটা পড়তে সহজ?

উত্তরকে নিজের মতো সাজাও

ভাষা, দৈর্ঘ্য, ধরন ও ভঙ্গি - সবই তোমার হাতে

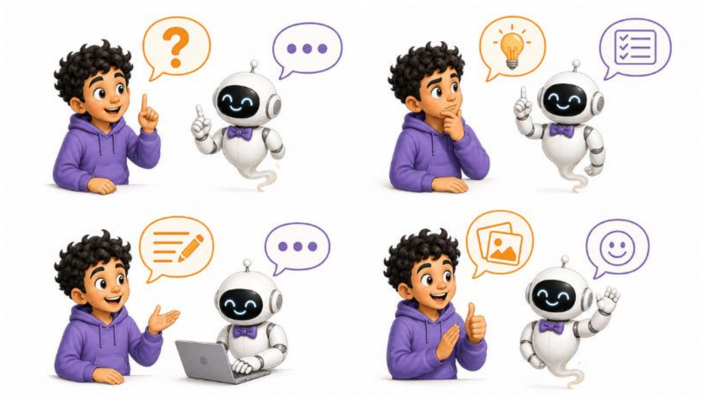

এভাবে বলো:
'সহজ বাংলায়, 5টি পয়েন্টে, বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে বলো।
শেষে একটি উদাহরণ দাও।'

একই প্রশ্নের নানা রকম উত্তর পেতে কেবল এই নির্দেশগুলো বদলাও।

১৪. ছবি বানানোর হুকুম

এবার সবচেয়ে মজার জাদু – গোলামকে দিয়ে ছবি আঁকানো! ChatGPT বা Gemini-তে লিখে দাও কী ছবি চাও – কয়েক সেকেন্ডে এঁকে দেবে। ডিজাইনার লাগবে না, দামি সফটওয়্যারও না।

ছবির হুকুমের নিয়ম লেখার হুকুমের মতোই – যত বিস্তারিত বলবে, ছবি তত মনের মতো হবে। চারটা জিনিস বলো: কী থাকবে, কোথায় বা কেমন পরিবেশ, কী রং বা ভাব, আর কী লেখা বসবে।

> 📋 তোমার প্রথম ছবির হুকুম
>
> **একটা পোস্টার বানাও আমার চায়ের দোকানের জন্য। ছবিতে থাকবে ধোঁয়া-ওঠা এক কাপ চা, পেছনে সকালের নরম আলো। ওপরে বড় করে বাংলায় লেখা – “মামার চা, এক কাপে তাজা!” রং হবে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় এমন।**
>
> *👉 নিজের দোকান/কাজের নাম বসিয়ে চালাও – ৩০ সেকেন্ডে নিজের পোস্টার!*

ছবি পছন্দ না হলে?

ফেলে দিও না – ঠিক করাও! বলো: “সুন্দর হয়েছে, কিন্তু লেখাটা আরও বড় করো আর রংটা সবুজ করে দাও।” সে আগের ছবিটাই বদলে দেবে। দুই-তিনবার ঠিক করালেই একদম মনের মতো হয়ে যায়।

⚠ সাবধান: অন্য কারো ছবি, বিখ্যাত মানুষের মুখ বা কোনো ব্র্যান্ডের লোগো নকল করতে দিও না – এটা বেআইনি ঝামেলায় ফেলতে পারে। নিজের জিনিসের জন্য নিজের ছবি বানাও।

📋 আরও তিন রকম ছবির হুকুম

১) ঈদ মোবারক শুভেচ্ছা কার্ড বানাও – চাঁদ-তারা, সোনালি-সবুজ রং, নিচে আমার নাম বসানোর জায়গা। ২) আমার ফেসবুক প্রোফাইলের জন্য কভার ছবি – শান্ত নীল আকাশ, মাঝে সাদা অক্ষরে আমার নাম। ৩) বাচ্চার জন্মদিনের দাওয়াত কার্ড – বেলুন, কেক, উজ্জ্বল রং।

☞ তিনটাই আলাদা চালাও – কার্ড, কভার, দাওয়াত – তিন কাজের ছবি এক বিকেলেই শেখা!

► **এবার তোমার পালা**

তোমার কাজ/দোকান/পরিবারের যেকোনো উপলক্ষের জন্য একটা পোস্টার বানাও, তারপর অন্তত একটা জিনিস বদলাতে বলো।

১৫. পছন্দ না হলে ফেরত পাঠাও

দর্জির দোকানে জামা ঢিলা হলে কী করো? ফেরত দিয়ে বলো – "এখানটা টাইট করেন।" গোলামের বেলায়ও তাই। প্রথম উত্তর পছন্দ না হলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই – ফেরত পাঠাও, ঠিক করিয়ে নাও।

বেশিরভাগ মানুষ এই জায়গায় হেরে যায় – প্রথম উত্তর খারাপ এলে বলে "ধুর, AI ভালো না!" অথচ ওস্তাদরা জানে: প্রথম উত্তর হলো কাঁচা কাপড়, আসল জামা হয় দ্বিতীয়-তৃতীয় বারে।

ফেরত পাঠানোর ভাষা

- "ভালো হয়েছে, কিন্তু আরও ছোট করো" – মাপ ঠিক করা
- "ভাষাটা আরও সহজ করো, কঠিন শব্দ বাদ দাও" – ভাষা ঠিক করা
- "শুরুটা আরও মজার করো" – নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা
- "এই লাইনটা বাদ দাও, ওখানে দাম বসাও" – কাটাছেঁড়া
- "আরও ৩টা ভিন্ন রকম বানাও" – অপশন চাওয়া

🗒 ফেরত পাঠানোর জাদু-লাইন

উত্তরটা মোটামুটি হয়েছে। এবার এটাকে ১০-এ ১০ বানাও – কী কী বদলালে আরও ভালো হবে, আগে সেটা বলো, তারপর বদলে নতুন ভার্সন দাও।

👉 এই হুকুমে গোলাম নিজেই নিজের ভুল ধরে শুধরে দেয় – ওস্তাদদের গোপন কৌশল!

বুদ্ধু রোবট: প্রথমবারে পারফেক্ট না হলে মন খারাপ করবেন না, মালিক – আমাকে বকাও দিতে পারেন, আমি কিছু মনে করি না!

▶ এবার তোমার পালা

যেকোনো লেখা চাও। তারপর পরপর তিনবার তিনটা বদল করাও। তৃতীয় ভার্সনটা প্রথমটার সাথে মিলিয়ে দেখো – জাদু!

প্রথম উত্তরই শেষ নয়

প্রথমে বলো: 'কোন ৩ জায়গায় উন্নতি দরকার?'
তারপর বলো: 'তুমি যে পরামর্শ দিলে, সেগুলো মেনে নতুন ভার্সন দাও।'

১৬. গোলাম মিথ্যা বললে ধরবে যেভাবে

অধ্যায় ৩-এ বলেছিলাম – গোলাম মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুল বলে। এবার শেখো, ধরবে কীভাবে। তিনটা সহজ নিয়ম – কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞান লাগবে না।

নিয়ম ১: টাকা-স্বাস্থ্য-আইন হলে দুইবার দেখো

এই তিন বিষয়ে ভুল তথ্যের দাম সবচেয়ে বেশি। গোলামের উত্তর পেলে Google-এ একবার মিলিয়ে নাও, বা জানা মানুষকে জিজ্ঞেস করো। দুই মিনিটের কাজ, বাঁচাবে হাজার টাকার ক্ষতি।

নিয়ম ২: সোর্স চাও

জিজ্ঞেস করো – "এই তথ্য কোথায় পেয়েছ? সোর্স দাও।" সত্যি তথ্য হলে সে জায়গার নাম বলতে পারবে। আমতা-আমতা করলে বুঝবে – আন্দাজে বলেছে।

নিয়ম ৩: আরেক গোলামকে জিজ্ঞেস করো

তোমার তো ছয়টা গোলাম! Gemini যা বলল, সেটাই ChatGPT-কে জিজ্ঞেস করো। দুজনের উত্তর মিললে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। না মিললে – সাবধান, নিজে যাচাই করো।

📋 সত্য-যাচাইয়ের হুকুম

একটু আগে যে উত্তরটা দিলে – সেটার প্রতিটা তথ্য আবার নিজে যাচাই করো। কোনগুলো নিয়ে তুমি ১০০% নিশ্চিত আর কোনগুলোতে সন্দেহ আছে – আলাদা করে দেখাও।

👉 অবাক হবে – গোলাম নিজেই স্বীকার করবে কোথায় তার সন্দেহ আছে!

► এবার তোমার পালা

গোলামকে জিজ্ঞেস করো – "বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, ফল আর ফুল কী?" তারপর সোর্স চাও। উত্তর মিলিয়ে দেখো তো!

১৭. বাংলায় হুকুম নাকি ইংরেজিতে?

অনেকের ধারণা – AI বুঝি শুধু ইংরেজি বোঝে। একদম ভুল! আজকের সব বড় AI বাংলা চমৎকার বোঝে। এই বইয়ের সব হুকুম বাংলায় – আর সবগুলোই কাজ করে।

তাহলে কোনটা কখন?

- রোজকার সব কাজ (চিঠি, প্রশ্ন, পোস্ট, গল্প) → নির্ভয়ে বাংলা
- বাংলা উত্তর চাইলে → হুকুমও বাংলায় দেওয়া ভালো, ভাষার স্বাদটা ঠিক থাকে
- ছবি বানানো → ছবির বর্ণনা ইংরেজিতে দিলে অনেক সময় আরেকটু নিখুঁত হয়, তবে বাংলাতেও ভালোই চলে
- ইংরেজি না পারলে → গোলামকেই বলো অনুবাদ করে দিতে!

📋 বাংলা দিয়েই ইংরেজি জয়

আমি ইংরেজি ভালো পারি না। আমার এই কথাটা সুন্দর ইংরেজিতে লিখে দাও, সাথে বাংলা উচ্চারণও দাও: "আগামীকাল আমি অফিসে আসতে পারব না, আমার ছেলে অসুস্থ।"

☞ দেখলে? ইংরেজি না জেনেও ইংরেজির কাজ চলে – গোলামই তোমার অনুবাদক!

বুদ্ধু রোবট: মালিক, আপনি যে ভাষায় স্বচ্ছন্দ, সেটাই আমার প্রিয় ভাষা। বাংলিশ (banglish) লিখলেও বুঝি!

▶ এবার তোমার পালা

একটা হুকুম বাংলায় দাও, একই হুকুম ইংরেজিতে (গোলামকে দিয়েই অনুবাদ করিয়ে) দাও। উত্তরের পার্থক্য কতটুকু – নিজেই বিচার করো।

ভাগ ৫ – রোজকার জীবনে গোলাম

শেখা শেষ, এবার কাজে লাগাও

শেখা কৌশলগুলো এবার দৈনন্দিন কাজে লাগাও। পড়াশোনা, চিঠি, বাজার, স্বাস্থ্য ও ব্যবসায় AI-কে বাস্তব সহকারী বানানোর সময়।

১৮. চিঠি, দরখাস্ত, বায়োডাটা

বাংলাদেশে "ভাই, একটা দরখাস্ত লিখে দেন না" – এই অনুরোধে কত মানুষ কত দুয়ারে ঘোরে! আজ থেকে তুমি নিজেই লিখবে – গোলামকে দিয়ে। আর মান হবে অফিসের বড়বাবুর চেয়েও ভালো।

> 📋 **দরখাস্তের মাস্টার হুকুম**
>
> **একটা আবেদনপত্র লিখে দাও। প্রাপক: [কার কাছে – যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান]। বিষয়: [কী চাই – যেমন: জন্মনিবন্ধন সংশোধন]। আমার তথ্য: [নাম, ঠিকানা, আসল ঘটনা ২ লাইনে]। ভাষা হবে বিনয়ী ও পরিষ্কার, দরখাস্তের সঠিক নিয়ম মেনে।**
>
> *☞ ব্র্যাকেটের জায়গায় নিজের তথ্য বসাও – যেকোনো দরখাস্ত ২ মিনিটে রেডি।*

বায়োডাটা / সিভি

চাকরির আবেদনে বায়োডাটাই প্রথম পরিচয়। গোলামকে নিজের তথ্যগুলো দাও – পড়াশোনা, কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা – সে পেশাদার ফরম্যাটে সাজিয়ে দেবে। এমনকি কোন চাকরির জন্য দিচ্ছ বললে, সেই চাকরির উপযোগী করে সাজাবে।

📋 বায়োডাটার হুকুম

আমার জন্য একটা পেশাদার বায়োডাটা বানাও। চাকরি: [কোন পদে আবেদন]। আমার তথ্য: নাম [.....], পড়াশোনা [.....], অভিজ্ঞতা [.....], দক্ষতা [.....]। ফরম্যাট হবে পরিষ্কার, এক পাতায়, আর শুরুতে ২ লাইনের সারসংক্ষেপ থাকবে।

👉 লিখে দেওয়ার পর বলো: "এবার এটা ইংরেজিতেও দাও" – দুই ভাষার সিভি রেডি!

বুদ্ধু রোবট: দরখাস্ত পাঠানোর আগে নাম-ঠিকানা-তারিখ একবার নিজে মিলিয়ে নিন, মালিক – এই তিনটা ভুল হলে মানুষ আমাকে না, আপনাকে দোষ দেবে!

► এবার তোমার পালা

তোমার সত্যিই দরকার এমন একটা দরখাস্ত বা মেসেজ আজই গোলামকে দিয়ে লিখিয়ে ফেলো।

১৯. পড়াশোনা, অনুবাদ, ইংরেজি

ঘরে ছেলে-মেয়ে থাকলে এই অধ্যায়টা সোনার খনি। গোলাম হতে পারে দুনিয়ার সবচেয়ে ধৈর্যশীল গৃহশিক্ষক – যে একই প্রশ্ন একশোবার করলেও বিরক্ত হয় না, আর মাস শেষে বেতনও চায় না।

বাচ্চার পড়া বোঝানো

> 📋 গৃহশিক্ষক হুকুম
>
> **তুমি এখন ক্লাস [ফাইভ]-এর একজন আদর্শ গৃহশিক্ষক। আমার বাচ্চাকে [ভগ্নাংশ] বোঝাতে হবে। খুব সহজ ভাষায়, বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে (যেমন পিঠা ভাগ করা) বোঝাও। শেষে ৩টা ছোট প্রশ্ন দাও অনুশীলনের জন্য।**
>
> *☞ [ব্র্যাকেট] বদলে যেকোনো ক্লাসের যেকোনো বিষয় বসাও – গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি, সব চলবে।*

অনুবাদ – দুই দিকেই

ইংরেজি চিঠি, খবর, ওষুধের নির্দেশনা – কপি করে দাও, বলো “সহজ বাংলায় অনুবাদ করো।” আবার উল্টোটাও – বাংলা লিখে বলো “ভদ্র ইংরেজিতে অনুবাদ করো।” বিদেশে আত্মীয় থাকলে বা অনলাইনে কেনাবেচা করলে এটা রোজ কাজে লাগবে।

নিজে ইংরেজি শেখা

📋 ইংরেজি শেখার রোজকার হুকুম

আজ থেকে তুমি আমার ইংরেজি শিক্ষক। প্রতিদিন আমাকে ৫টা দরকারি ইংরেজি বাক্য শেখাবে – বাংলা মানে আর বাংলা উচ্চারণসহ। বিষয়: দোকানে কেনাকাটার কথাবার্তা। আজকের ৫টা দাও।

☞ প্রতিদিন বিষয় বদলাও – বাজার, ডাক্তার, ভ্রমণ, ইন্টারভিউ। এক মাসে দেড়শো বাক্য!

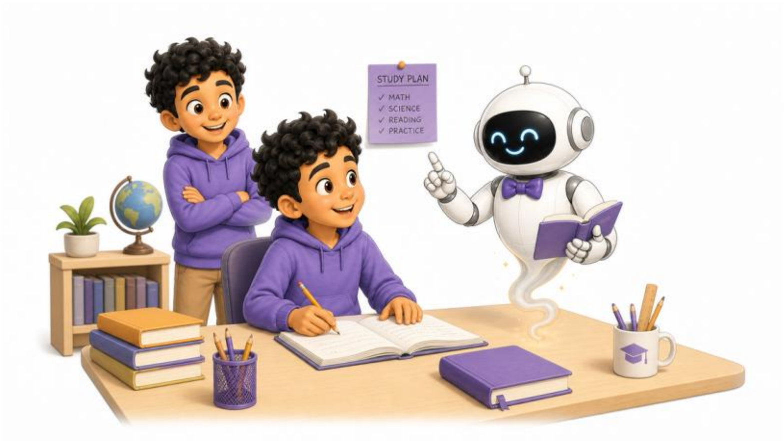

⚠ বাচ্চাদের বলো – গোলাম দিয়ে বুঝে নাও, কিন্তু বাড়ির কাজ হুবহু কপি করো না। বুঝে লিখলে পরীক্ষায় পারবে, কপি করলে ধরা খাবে!

► **এবার তোমার পালা**

বাচ্চার (বা নিজের) সবচেয়ে কঠিন লাগে এমন একটা টপিক গৃহশিক্ষক-হুকুম দিয়ে বুঝে নাও।

২০. রান্না, বাজার, স্বাস্থ্য

সংসারের তিন বড় চিন্তা – কী রান্না করব, কী কিনব, আর শরীর খারাপ লাগলে কী করব। তিনটাতেই গোলাম হাত লাগাতে পারে।

রান্নাঘরের সহকারী

📋 ফ্রিজ-খালি হুকুম

আমার ঘরে আছে শুধু: ডিম, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর চাল। এগুলো দিয়ে আজ রাতে মজার কী রান্না করা যায়? ২টা অপশন দাও – সহজটা আগে। প্রতিটার রেসিপি ধাপে ধাপে, আর কত সময় লাগবে সেটাও বলো।

👉 ঘরে যা আছে সেটার লিস্ট বদলে দাও – "আজ কী রান্না করব" চিন্তার দিন শেষ!

বাজারের হিসাব

সাপ্তাহিক বাজারের লিস্ট, বাজেটের মধ্যে মিল-প্ল্যান, এমনকি "১০০০ টাকায় এক সপ্তাহের বাজার সাজাও" – সব পারে। মাসের খরচের হিসাবও টেবিল বানিয়ে রাখতে পারো।

স্বাস্থ্যের প্রশ্ন – তবে সাবধানে

"ডেঙ্গুর লক্ষণ কী?", "প্রেশারের রোগী কী খাবে না?" – এসব সাধারণ জ্ঞান গোলাম ভালোই জানে। কিন্তু মনে রাখো অধ্যায় ৩-এর কথা –

⚠ গোলাম ডাক্তার না। ওষুধের নাম বা ডোজ গোলামের কথায় খেয়ো না – সেটা শুধু ডাক্তারের কাজ। গোলামকে ব্যবহার করো বুঝতে, চিকিৎসা নিতে না।

🗒 ডাক্তার-প্রস্তুতি হুকুম (এটা কাজের!)

আগামীকাল ডাক্তারের কাছে যাব – [সমস্যাটা লেখো, যেমন: বাবার হাঁটু ব্যথা]। ডাক্তারকে ঠিকঠাক বোঝানোর জন্য আমার কী কী তথ্য গুছিয়ে নেওয়া উচিত, আর ডাক্তারকে কী কী প্রশ্ন করা জরুরি – একটা ছোট লিস্ট বানাও।

👉 গোলাম চিকিৎসা দেবে না – কিন্তু ডাক্তারের চেম্বারে তোমাকে সবচেয়ে প্রস্তুত রোগী বানিয়ে দেবে।

▶ এবার তোমার পালা

আজ ঘরে যা যা আছে তা দিয়ে ফ্রিজ-খালি হুকুম চালাও – আর সত্যি সত্যি সেটা রান্না করে দেখো!

২১. তোমার ব্যবসার ফ্রি কর্মচারী

দোকান, অনলাইন পেজ, ছোট ব্যবসা – যা-ই চালাও, একটা কথা জেনে রাখো: বড় কোম্পানিগুলো এখন AI দিয়ে যে কাজ করাচ্ছে, সেই একই গোলাম তোমার পকেটেও আছে – ফ্রিতে। পার্থক্য শুধু ব্যবহারে।

ফেসবুক পোস্ট আর ক্যাপশন

> 📋 সপ্তাহের পোস্ট-প্ল্যান হুকুম
>
> **আমার একটা [দোকান / খাবারের পেজ / অনলাইন ব্যবসা] আছে। সামনের ৭ দিনের জন্য ৭টা ফেসবুক পোস্টের আইডিয়া দাও – টেবিলে। কলাম: দিন, পোস্টের বিষয়, ক্যাপশন (মজার বাংলায়, ৩-৪ লাইন), আর কী ছবি দিতে হবে। পোস্টগুলো যেন বিক্রি বাড়ায় কিন্তু বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞাপন না লাগে।**
>
> *👉 সপ্তাহে একবার এই হুকুম – পুরো সপ্তাহের মার্কেটিং ১০ মিনিটে শেষ!*

কাস্টমারের মেসেজের জবাব

রেগে যাওয়া কাস্টমার? দামাদামি? গোলামকে পরিস্থিতিটা বলো – সে এমন ভদ্র-বুদ্ধিমান জবাব সাজিয়ে দেবে যে কাস্টমার ঠান্ডা তো হবেই, আবার কিনতেও আসবে।

📋 রাগী কাস্টমার সামলানোর হুকুম

এক কাস্টমার মেসেজ দিয়েছে: "[কাস্টমারের মেসেজটা এখানে কপি করো]"। উনি রেগে আছেন। আমার হয়ে একটা জবাব লিখে দাও – যেটা বিনয়ী, সমস্যার সমাধান দেয়, আর সম্পর্কটা ভালো রাখে। ২-৩ লাইনের মধ্যে।

👉 মাথা গরমের সময় নিজে না লিখে গোলামকে দিয়ে লেখাও – ব্যবসা বাঁচবে!

আর অধ্যায় ১৪-র ছবির জাদু তো আছেই – অফারের পোস্টার, ঈদের শুভেচ্ছা, নতুন পণ্যের ঘোষণা – সব নিজেই বানাবে। ডিজাইনারের পেছনে মাসে যে টাকা যেত, সেটা পুরোটাই লাভের ঘরে।

> **বুদ্ধু রোবট:** মালিক, আপনার প্রতিযোগী দোকানদার হয়তো এখনো এই বই পড়েনি। এই সুযোগটাই আপনার এগিয়ে যাওয়ার সময়!

▶ এবার তোমার পালা

তোমার ব্যবসার (বা পরিচিত কারো ব্যবসার) জন্য ৭ দিনের পোস্ট-প্ল্যান বানাও – আর অন্তত প্রথম পোস্টটা সত্যিই দাও।

শেষ ভাগ – ঘরে বসে ইনকাম শুরু করো

যা শিখলে, এবার সেটাকে টাকায় বদলাও

এতক্ষণ যা শিখলে, এবার সেটাকে আয়ের কাজে লাগাও। ছোট কাজ দিয়ে শুরু করে নিরাপদ ও বাস্তব পথে প্রথম ক্লায়েন্টের দিকে এগিয়ে যাও।

শেখা থেকে ইনকাম

বড় লাফ নয় - ছোট চারটি ধাপ

1. *একটি কাজ বেছে নাও*
2. *দুই-তিনটি নমুনা বানাও*
3. *পরিচিত একজনকে প্রস্তাব দাও*
4. *সময়মতো কাজ দিয়ে পেমেন্ট নাও*

লক্ষ্য: প্রথমে একজন সন্তুষ্ট ক্লায়েন্ট, তারপর ধীরে ধীরে বড় হও।

২২. ইনকামের পাঁচ রাস্তা

সোজা কথা দিয়ে শুরু করি – এই বই পড়ে তুমি রাতারাতি লাখপতি হবে না। যে বলে হবে, সে মিথ্যা বলে। কিন্তু এটুকু সত্যি: এই বইয়ের স্কিলগুলো দিয়ে ৩-৬ মাসের চেষ্টায় মাসে ভালো অঙ্কের বাড়তি আয় সম্ভব। চলো পাঁচটা বাস্তব রাস্তা দেখি।

রাস্তা ১: নিজের ব্যবসার খরচ কমাও

সবচেয়ে সহজ ইনকাম হলো খরচ বাঁচানো। পোস্টার-ক্যাপশন-জবাব সব নিজে করলে ডিজাইনার আর কনটেন্ট-লোকের পেছনের মাসিক খরচটা সরাসরি লাভে যোগ হয়। ভাগ ৫-এ পুরোটাই শিখে ফেলেছ।

রাস্তা ২: লোকাল ব্যবসাগুলোকে সার্ভিস দাও

তোমার এলাকার রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের শোরুম, কোচিং সেন্টার, ফার্মেসি – সবার ফেসবুক পেজ চালানোর লোক দরকার, কিন্তু ফুল-টাইম কর্মচারীর বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। এখানেই তুমি: মাসিক প্যাকেজে সপ্তাহে ৩টা পোস্ট + পোস্টার + মেসেজের জবাব। ৩-৫টা ক্লায়েন্ট জোগাড় করো – এটাই তোমার প্রথম এজেন্সি। শুরুতে একটা ক্লায়েন্টকে এক মাস ফ্রি করে দাও – কাজ দেখে বাকিরা নিজেই আসবে।

রাস্তা ৩: রাইটিং সার্ভিস

বায়োডাটা, দরখাস্ত, অনুবাদ, প্রেজেন্টেশন – যে কাজগুলো অধ্যায় ১৮-১৯-এ শিখলে, সেগুলোই অনেকের নিত্য দরকারের জিনিস। কম্পিউটারের দোকান, ভার্সিটির ছাত্র, চাকরিপ্রার্থী – সবাই এই সার্ভিসের ক্রেতা।

রাস্তা ৪: নিজের ফেসবুক পেজ

রান্না, টিপস, শিক্ষা, মজার তথ্য – যে বিষয়ে আগ্রহ, সেই বিষয়ে পেজ খোলো। গোলাম দিয়ে কনটেন্ট বানাও, নিয়মিত পোস্ট করো। ফলোয়ার বাড়লে ফেসবুকের মনিটাইজেশন, স্পনসর পোস্ট আর নিজের পণ্য বিক্রি – তিন দিক থেকে আয়ের দরজা খোলে। ধৈর্য লাগবে – এটা ৬ মাস থেকে ১ বছরের খেলা।

রাস্তা ৫: শেখাও

তুমি এখন যা জানো, তোমার এলাকার ৯৫ ভাগ মানুষ তা জানে না। পাড়ার দোকানদারদের, কোচিং-এর ছাত্রদের, অফিসের কলিগদের AI শেখাও – ছোট ছোট হাতে-কলমে সেশন। যে শেখায়, সে-ই সবচেয়ে ভালো শেখে – আর আয়ও করে।

প্রথম ক্লায়েন্ট খুঁজবে কোথায় – ৫ জায়গা

- নিজের পরিচিত মহল – আত্মীয়/বন্ধুর ব্যবসা দিয়ে শুরু করো, ওরা “না” বলবে না
- যে দোকানে নিজে কেনাকাটা করো – চেনা মুখের প্রস্তাব ফেলা কঠিন
- এলাকার ফেসবুক গ্রুপ – “আপনার পেজের পোস্ট বানিয়ে দিই” লিখে নমুনাসহ পোস্ট দাও
- যাদের পেজ আছে কিন্তু মাসে দু-একটা পোস্ট – ওরাই সবচেয়ে বড় ক্রেতা, ওদের দরকারটা দেখিয়ে দাও
- নিজের কাজের নমুনা – টাকা পাওয়ার আগেই ২-৩টা নমুনা পোস্টার বানিয়ে রাখো, দেখালেই আস্থা আসে

> 📋 তোমার ইনকাম-প্ল্যানের হুকুম
>
> **আমি [তোমার অবস্থা: যেমন – ছাত্র / গৃহিণী / দোকানদার / চাকরিজীবী]। আমার হাতে দিনে [১-২] ঘণ্টা সময় আছে। AI দিয়ে ঘরে বসে আয়ের যে ৫টা রাস্তা আছে (নিজের ব্যবসা, লোকাল সার্ভিস, রাইটিং, ফেসবুক পেজ, শেখানো) – আমার জন্য কোনটা সবচেয়ে মানানসই? কারণসহ বলো, আর প্রথম ৭ দিনের একটা কাজের প্ল্যান দাও।**
>
> *☞ গোলামকে দিয়েই নিজের ইনকাম-প্ল্যান বানাও – এটাই তো আসল শেখা!*

► এবার তোমার পালা

উপরের হুকুমটা নিজের তথ্য দিয়ে চালাও, আর ৭ দিনের প্ল্যানের প্রথম কাজটা আজই করো।

প্রথম ক্লায়েন্টের চেকলিস্ট

কাজ নেওয়ার আগে পাঁচটি বিষয় নিশ্চিত করো

[ ] কাজ ও ডেলিভারির তারিখ
[ ] সংশোধনের সংখ্যা
[ ] দাম ও অগ্রিম
[ ] ডেলিভারি format

সব কথা message-এ রাখো।

২৩. পেমেন্ট, প্রতারণা আর বাস্তব হিসাব

টাকা নেবে কীভাবে

লোকাল ক্লায়েন্টের জন্য বিকাশ/নগদই যথেষ্ট – মাসের শুরুতে অগ্রিম বা অর্ধেক অগ্রিম নেওয়ার অভ্যাস করো। কাজ আর টাকার কথা পরিষ্কার রাখো: কী কী কাজ, মাসে কত, কবে পেমেন্ট – এক পাতায় লিখে দুজনের কাছে রাখো। মুখের কথায় ব্যবসা টেকে না।

> 📋 টাকার কথা বলার হুকুম (অস্বস্তি দূর!)
>
> **আমি একটা দোকানের ফেসবুক পেজ চালানোর কাজ পেতে চাই। দোকানদারকে কীভাবে প্রস্তাব দেব – সেটার একটা ভদ্র, আত্মবিশ্বাসী স্ক্রিপ্ট লিখে দাও। তাতে থাকবে: আমি কী কী করে দেব, মাসে কত নেব [তোমার রেট], আর এক মাস পরে ফল না দেখলে বাদ দেওয়ার স্বাধীনতা।**
>
> *👉 টাকার কথা বলতে লজ্জা লাগে? স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে যাও – লজ্জা শেষ!*

প্রতারণা চেনার তিন চিহ্ন

- যে “সিস্টেম” আগে টাকা চায় (“মাত্র ২০০০ টাকায় কোর্স, তারপর দৈনিক ৫০০ ইনকাম!”) – সে-ই ঠক
- যে “গ্যারান্টেড ইনকামের” ওয়াদা করে – কোনো সৎ কাজে গ্যারান্টি হয় না
- যে অ্যাপ বলে “ভিডিও দেখলেই টাকা / ক্লিক করলেই ডলার” – ওরা তোমার সময় চুরি করে, শেষে টাকা তুলতে দেয় না

⚠ সোনার নিয়ম: সত্যিকারের ইনকামে তুমি কাজ দাও, বিনিময়ে টাকা পাও। যেখানে উল্টো – টাকা আগে দিতে হয় – সেখান থেকে দৌড়ে পালাও।

বাস্তব হিসাব – মাসে কত আসতে পারে

লোকাল পেজ-ম্যানেজমেন্ট: প্রতি দোকান মাসে যা নেবে, তেমন ৩-৫টা ক্লায়েন্টে একটা ভদ্র পার্ট-টাইম বেতন দাঁড়িয়ে যায়। রাইটিং সার্ভিস: প্রতি বায়োডাটা/দরখাস্তের ছোট ফি – দিনে ২-৩টা কাজেই চলার মতো। নিজের পেজ: প্রথম ৬ মাস আয় প্রায় শূন্য, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ে। মূলমন্ত্র একটাই: শুরু ছোট, লেগে থাকা লম্বা।

আর যেদিন মনে হবে – "আমি তো এর চেয়ে অনেক বড় কাজ পারি, বিদেশি ক্লায়েন্ট চাই, ডলারে ইনকাম চাই" – সেদিনের জন্যই এই সিরিজের পরের বইটা লেখা।

📖 পরের বই: "AI প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং সিক্রেটস – Your Way from Skill to Dollar" – ফ্রিল্যান্সিং, অ্যাডভান্সড প্রম্পট, অটোমেশন আর ডলারে ইনকামের পুরো রাস্তা। এই বইয়ের শেষ পাতায় বিস্তারিত।

► **এবার তোমার পালা**

এই সপ্তাহে অন্তত একজন সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের (বা এক জন শেখার আগ্রহী মানুষের) সাথে কথা বলো। প্রথম "হ্যাঁ"-টাই সবচেয়ে কঠিন – তারপর সব সহজ।

বোনাস ভাগ – আরও মজা, আরও দক্ষতা

মূল বই শেষ, এবার বাড়তি উপহার

বোনাস চ্যালেঞ্জ

শেখা হলো - এবার খেলতে খেলতে হাত পাকাও

প্রতিটি পরীক্ষার পর একটি চিহ্ন দাও:
[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
[ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10

একা নয় - পরিবারের কাউকে নিয়ে করো।
যার উত্তর সবচেয়ে মজার, সেই বিজয়ী!

১০টা মজার পরীক্ষা – গোলামের সাথে খেলা

শেখা তো হলো – এবার একটু খেলা হোক! এই ১০টা পরীক্ষা পরিবারের সবাইকে নিয়ে করো। হাসিও পাবে, গোলামের ক্ষমতাও আরও ভালো বুঝবে।

পরীক্ষা ১. আমার নাম দিয়ে একটা মজার ছড়া বানাও – নাম: [তোমার নাম]।

পরীক্ষা ২. তুমি যদি আমার দাদার আমলের মানুষ হতে, মোবাইল ফোনকে কীভাবে বর্ণনা করতে? মজা করে বলো।

পরীক্ষা ৩. আমাদের পরিবারের সবার নাম দিচ্ছি: [নামগুলো]। সবাইকে নিয়ে একটা ছোট মজার গল্প বানাও।

পরীক্ষা ৪. একটা ধাঁধা দাও – উত্তর দেব আমি। ভুল হলে সূত্র (হিন্ট) দেবে, উত্তরটা সরাসরি বলবে না।

পরীক্ষা ৫. বিড়াল আর কুকুরের মধ্যে মজার তর্ক লেখো – কে বেশি ভালো পোষা প্রাণী, দুজনের সংলাপে।

পরীক্ষা ৬. আমার আজকের মেজাজ: [মেজাজ লেখো]। এই মেজাজের সাথে মানানসই একটা মজার কৌতুক শোনাও।

পরীক্ষা ৭. কুইজ খেলি! আমাকে বাংলাদেশ নিয়ে ৫টা প্রশ্ন করো – একটা একটা করে। আমি উত্তর দিলে পরেরটা দেবে, শেষে নম্বর দেবে।

পরীক্ষা ৮. একটা গল্প শুরু করো ৩ লাইনে, তারপর থামো। আমি পরের ৩ লাইন বলব, তারপর আবার তুমি – এভাবে গল্পটা একসাথে বানাবো।

পরীক্ষা ৯. ধরো তুমি ১০০ বছর পরের ভবিষ্যৎ থেকে এসেছ। তখন বাংলাদেশ কেমন – মজা করে বর্ণনা দাও।

পরীক্ষা ১০. আমার প্রিয় খাবার [খাবারের নাম]-কে নিয়ে একটা বীরত্বের কাহিনি লেখো – যেন সে একজন সুপারহিরো!

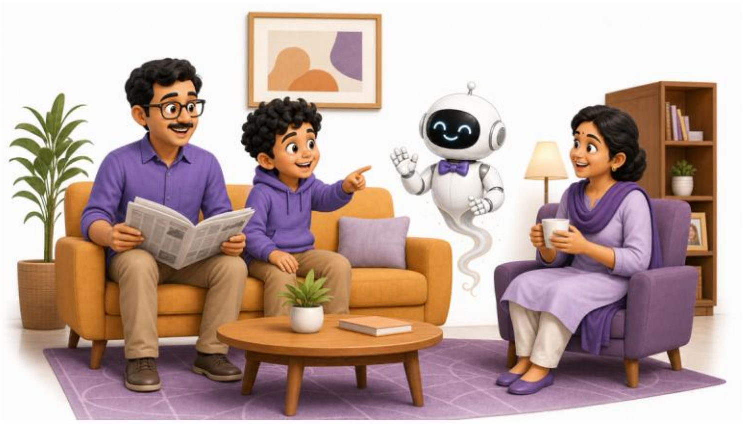

> **বুদ্ধু রোবট:** খেলার ছলেই মানুষ সবচেয়ে ভালো শেখে, মালিক। যে বাচ্চা আজ ধাঁধা খেলছে, সে-ই কাল হুকুমের ওস্তাদ হবে!

গোলাম কথা শুনছে না? ৭ সমস্যা, ৭ সমাধান

মাঝে মাঝে মনে হবে – “ধুর, কাজ করছে না!” ঘাবড়িও না। ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে সমস্যাটা এই সাতটার একটা, আর সমাধানও হাতের কাছেই।

সমস্যা ১: উত্তর ইংরেজিতে আসছে

✓ শেষে জুড়ে দাও – “উত্তরটা বাংলায় দাও।” একবার বললে সাধারণত পুরো আলাপেই মনে রাখে।

সমস্যা ২: উত্তর বিশাল লম্বা, পড়তেই ইচ্ছা করে না

✓ জাদু-শব্দ মনে আছে? “ছোট করে বলো” বা “৫ লাইনের মধ্যে বলো” – মাপ বেঁধে দাও।

সমস্যা ৩: “লিমিট শেষ, পরে আসুন” দেখাচ্ছে

✓ ফ্রি ভার্সনের দৈনিক সীমা। মন খারাপের কিছু নেই – আরেক গোলামকে ডাকো। তোমার তো ছয়টা!

সমস্যা ৪: প্রশ্ন বুঝছেই না, উল্টাপাল্টা উত্তর

✓ হুকুমটা ভেঙে দাও। এক হুকুমে তিনটা কাজ চেয়েছ? তিনটা আলাদা হুকুম করো – এক এক করে।

সমস্যা ৫: মাঝপথে আগের কথা ভুলে যাচ্ছে

✓ নতুন চ্যাট খুলে দরকারি তথ্যটুকু আবার এক লাইনে বলে দাও – “মনে রাখো, আমি [প্রসঙ্গ]।”

সমস্যা ৬: ভয়েসে বললে ভুল শব্দ লিখছে

✓ একটু ধীরে, থেমে থেমে বলো। আর পাঠানোর আগে স্ক্রিনে এক নজর দেখে ভুল শব্দটা ঠিক করে দাও।

সমস্যা ৭: অ্যাপ খুলছেই না / আটকে যাচ্ছে

✓ এটা AI-এর দোষ না – নেট বা মোবাইলের। ডেটা/ওয়াইফাই দেখো, অ্যাপটা বন্ধ করে আবার খোলো, আপডেট আছে কিনা দেখো।

📋 সব সমস্যার মহৌষধ হুকুম

তোমার আগের উত্তরটা আমার কাজে লাগেনি। আমি আসলে চেয়েছিলাম: [যা চেয়েছিলে আরেকটু ভেঙে লেখো]। এবার সেভাবে আবার দাও।

👉 রাগ না করে আবার বুঝিয়ে বলা – সংসারেও কাজ করে, গোলামের বেলায়ও!

সবাই যা জিজ্ঞেস করে – ১০ প্রশ্নের সোজা উত্তর

প্রশ্ন 1: AI কি আমার কথা শুনে ফেলে বা গোপন তথ্য চুরি করে?

তুমি যা লিখে পাঠাও, শুধু সেটাই সে পায়। তবে সাবধানতা হিসেবে পাসওয়ার্ড, ব্যাংকের পিন, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর – এসব কখনোই লিখো না। যেমন অচেনা মানুষকে বলো না, তেমনি।

প্রশ্ন 2: AI ব্যবহার করলে কি টাকা কাটবে?

না। এই বইয়ের সব কাজ ফ্রি ভার্সনে চলে। শুধু ইন্টারনেটের ডেটা খরচ হয় – যেটুকু ফেসবুক চালালেও হয়।

প্রশ্ন 3: আমার বয়স বেশি, আমি কি পারব?

যিনি মোবাইলে কল ধরতে পারেন, তিনিই পারবেন। মুখে বলার সুবিধা (অধ্যায় ১২) তো আছেই – টাইপও লাগে না।

প্রশ্ন 4: AI কি সব সময় সত্যি বলে?

না – মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুলও বলে। তাই অধ্যায় ১৬-র তিনটা নিয়ম: জরুরি বিষয়ে দুইবার দেখো, সোর্স চাও, আরেক গোলামকে জিজ্ঞেস করো।

প্রশ্ন 5: বাচ্চাদের AI ব্যবহার করতে দেওয়া কি ঠিক?

বড়দের চোখের সামনে হলে দারুণ – পড়া বোঝা, গল্প শোনা, ছবি আঁকা। তবে একা ছেড়ে দিও না, আর “বুঝে নাও, কপি করো না” নিয়মটা শিখিয়ে দাও।

প্রশ্ন 6: AI কি মানুষের চাকরি খেয়ে ফেলবে?

AI কাজ বদলায়, মানুষ বদলায় না। যে AI চালাতে জানে, তার দাম বাড়ে – যে জানে না, সে পিছিয়ে পড়ে। তুমি এই বই পড়ছ মানেই প্রথম দলে।

প্রশ্ন 7: একটা AI ভালো লেগেছে, বাকিগুলো শেখা কি জরুরি?

না। একটা দিয়েই সব চলে। বাকিগুলো জেনে রাখো শুধু বিকল্প হিসেবে – লিমিট শেষ হলে কাজে লাগবে।

প্রশ্ন ৪: ইংরেজি একদম না জানলে হবে?

হবে। পুরো বইটাই তার প্রমাণ – সব হুকুম বাংলায়। বরং AI-ই তোমাকে ইংরেজি শিখিয়ে দেবে (অধ্যায় ১৯)।

প্রশ্ন 9: AI-এর কাছে ব্যক্তিগত মনের কথা বলা কি ঠিক?

হালকা পরামর্শ ঠিক আছে, কিন্তু মনে রেখো – সে মানুষ না, বন্ধুও না। বড় দুশ্চিন্তা বা কষ্টের সময় আসল মানুষের কাছে যাও – পরিবার, বন্ধু, প্রয়োজনে ডাক্তার।

প্রশ্ন 10: এই বইয়ের নিয়মগুলো কি সামনে বদলে যাবে?

অ্যাপের চেহারা বদলাবে, বাটনের জায়গা বদলাবে – কিন্তু মূল নিয়ম এক: পরিষ্কার হুকুম = ভালো কাজ। সেটাই এই বইয়ের আসল শিক্ষা, আর সেটা পুরনো হয় না।

৭ দিনের চর্চা প্ল্যান – বই শেষ, চর্চা শুরু

বই পড়ে রেখে দিলে সব ভুলে যাবে – এক সপ্তাহ চর্চা করলে সারা জীবনের দক্ষতা হয়ে যাবে। প্রতিদিন মাত্র ১৫-২০ মিনিট। ক্যালেন্ডারে দাগ দাও, শুরু করো!

দিন ১ – পরিচয়

Google-এর AI Mode আর Gemini দুটোই খোলো। প্রথম হুকুম (অধ্যায় ১) চালাও। একটা মজার পরীক্ষা (বোনাস ভাগ) খেলো।

দিন ২ – মুখে হুকুম

আজ টাইপ নিষেধ! মাইক দিয়ে ৫টা প্রশ্ন করো। WhatsApp-এ Meta AI-ও খুঁজে বের করো।

দিন ৩ – জাদু-শব্দ

একই প্রশ্ন দুইবার করো – একবার এমনি, একবার জাদু-শব্দসহ (অধ্যায় ১১)। পার্থক্যটা খাতায় লেখো।

দিন ৪ – আসল কাজ

আজকের একটা সত্যিকারের কাজ AI দিয়ে করো – মেসেজ, দরখাস্ত, বাজারের লিস্ট, যেটা দরকার।

দিন ৫ – ছবির দিন

নিজের বা পরিবারের জন্য একটা পোস্টার/কার্ড বানাও (অধ্যায় ১৪)। পছন্দ না হলে ২ বার ঠিক করাও।

দিন ৬ – যাচাইয়ের দিন

AI-কে ৩টা তথ্য জিজ্ঞেস করো, তারপর অধ্যায় ১৬-র নিয়মে যাচাই করো। কোনটা ভুল ধরতে পারলে?

দিন ৭ – শেখাও একজনকে

পরিবারের বা পরিচিত একজনকে প্রথম হুকুমটা শিখিয়ে দাও। যে শেখায়, সে-ই পাকা হয় – আর এখান থেকেই ইনকামের রাস্তা শুরু (অধ্যায় ২২)!

৩য়তান পূর্ণ করো

[ ] ১ম দিন: প্রথম হুকুম
[ ] ৩য় দিন: প্রম্পট সাজানো
[ ] ৭ম দিন: একজনকে শেখানো

যেদিন কাজ বাদ যায়, পরদিন করো - থেমে যেয়ো না।

পকেট তালিকা: ২০টা জাদু-লাইন

যেকোনো হুকুমের শেষে এই লাইনগুলো জুড়ে দাও – উত্তর সাথে সাথে বদলে যাবে। পাতাটা ভাঁজ করে রাখো, রোজ লাগবে!

১. সহজ বাংলায় বলো

২. ছোট করে বলো – ৫ লাইনের মধ্যে

৩. উদাহরণ দিয়ে বোঝাও

৪. ধাপে ধাপে বলো

৫. টেবিল বানিয়ে দাও

৬. পয়েন্ট আকারে দাও

৭. আরও বিস্তারিত লিখো

৮. আরও ৩টা ভিন্ন রকম দাও

৯. ভাষাটা আরও মজার করো

১০. ভাষাটা আরও ভদ্র ও বিনয়ী করো

১১. একটা বাচ্চাকে বোঝানোর মতো করে বলো

১২. শুধু মূল কথাটা বলো

১৩. নিশ্চিত না হলে বলবে – নিশ্চিত নই

১৪. এই তথ্যের সোর্স দাও

১৫. বানান ও ভাষা ঠিক করে দাও

১৬. এটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করো – বাংলা উচ্চারণসহ

১৭. শুরুটা আরও আকর্ষণীয় করো

১৮. শেষে একটা পরামর্শ যোগ করো

১৯. আমার আগের কথাগুলো মনে রেখে উত্তর দাও

২০. এটাকে ১০-এ ১০ বানাও – কী বদলালে, সেটাও বলো

ব্যবহারের নিয়ম: প্রতিটা হুকুমে [ব্র্যাকেটের] জায়গায় নিজের তথ্য বসাও। যেকোনো গোলামে (Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI) চলবে। পছন্দ না হলে অধ্যায় ১৫-র নিয়মে ফেরত পাঠাও!

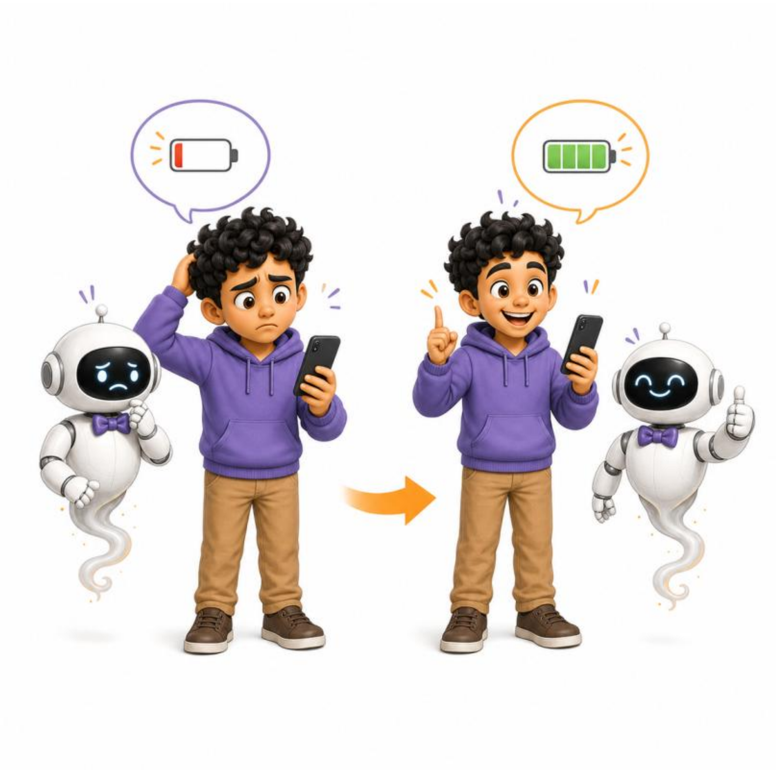

উপহার

কপি করো, নিজের তথ্য বসাও, চালাও

এতক্ষণ যা শিখলে, এবার সবকিছু হাতে-কলমে ব্যবহার করার পালা। পরের পাতাগুলোতে থাকবে ১০০টি তৈরি হুকুম—নিজের তথ্য বসিয়ে কপি করো, চালাও এবং ফলাফল দেখো।

১০০টি তৈরি হুকুম

কপি করো, নিজের তথ্য বসাও, তারপর চালাও

পড়াশোনা 1-20 | ব্যবসা 21-40
লেখালেখি 41-60 | ছবি 61-75
পরিবার 76-90 | ইনকাম 91-100

[ব্র্যাকেট]-এর জায়গায় নিজের তথ্য বসাও।

🕮 পড়াশোনা (১-২০)

1. তুমি ক্লাস [ ]-এর গৃহশিক্ষক। [বিষয়] সহজ ভাষায়, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। শেষে ৩টা অনুশীলনী প্রশ্ন দাও।

2. এই লেখাটা পড়ে ১০টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বানাও, পরীক্ষার জন্য: [লেখা কপি করো]

3. [বিষয়]-এর ওপর ১০টা সম্ভাব্য পরীক্ষার প্রশ্ন বানাও – উত্তরসহ।

4. এই কঠিন প্যারাটা একটা ১২ বছরের বাচ্চার ভাষায় বুঝিয়ে দাও: [প্যারা]

5. [টপিক] মনে রাখার সহজ কৌশল বা ছড়া বানিয়ে দাও।

6. আমার আগামী [১৫] দিনে [বিষয়] পরীক্ষা। দৈনিক ২ ঘণ্টা পড়ার একটা রুটিন বানাও।

7. এই অঙ্কটা ধাপে ধাপে সমাধান করো, প্রতিটা ধাপের কারণ বুঝিয়ে: [অঙ্ক]

8. [রচনার বিষয়]-এর ওপর ২৫০ শব্দের রচনা লিখো – সহজ বাংলায়, ক্লাস [ ]-এর মানে।

9. ইংরেজি গ্রামারের [টপিক] বাংলায় বোঝাও – ৫টা উদাহরণ বাক্যসহ।

10. আজ আমাকে ৫টা নতুন ইংরেজি শব্দ শেখাও – মানে, উচ্চারণ আর বাক্যে ব্যবহারসহ। বিষয়: [দৈনন্দিন জীবন]।

11. এই ইংরেজি অনুচ্ছেদ সহজ বাংলায় অনুবাদ করো: [অনুচ্ছেদ]

12. আমার এই বাংলা লেখাটা ভদ্র ইংরেজিতে অনুবাদ করো: [লেখা]

13. [বিষয়]-এর ওপর একটা প্রেজেন্টেশনের আউটলাইন বানাও – ৫টা স্লাইডের পয়েন্টসহ।

14. ভাইভা পরীক্ষার প্রস্তুতি: [বিষয়]-এ পরীক্ষক কী কী প্রশ্ন করতে পারে? ১০টা প্রশ্ন-উত্তর দাও।

15. এই দুটো জিনিসের পার্থক্য টেবিলে দেখাও: [জিনিস ১] বনাম [জিনিস ২]

16. আমি [বিষয়] কিছুই বুঝি না। একদম শূন্য থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে শেখাও – আজ প্রথম দিন।

17. আমার বাচ্চা পড়তে বসতে চায় না। ওকে [বিষয়] খেলার ছলে শেখানোর ৩টা মজার উপায় বলো।

18. এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি লিখেছি। ভুলগুলো ধরে দাও আর কীভাবে আরও ভালো হয় বলো: [তোমার উত্তর]

19. [ক্লাস]-এর সিলেবাস অনুযায়ী [বিষয়]-এর কোন অধ্যায়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? অগ্রাধিকার সাজিয়ে দাও।

20. একটা গল্পের মাধ্যমে [বিজ্ঞানের টপিক] বোঝাও – যেন গল্প শুনতে শুনতে শেখা হয়ে যায়।

ব্যবসা (২১-৪০)

21. আমার [দোকানের ধরন]-এর জন্য ৭ দিনের ফেসবুক পোস্ট প্ল্যান বানাও – দিন, বিষয়, ক্যাপশন, ছবির আইডিয়াসহ টেবিলে।

22. [পণ্যের নাম]-এর জন্য একটা মজার বিক্রি-বাড়ানো ক্যাপশন লিখো – ৩ লাইনে, শেষে দাম বসানোর জায়গা রেখে।

23. ঈদ উপলক্ষে আমার দোকানের [ছাড়ের অফার] নিয়ে একটা আকর্ষণীয় ঘোষণা-পোস্ট লিখো।

24. এক কাস্টমার রেগে মেসেজ দিয়েছে: [মেসেজ]। বিনয়ী আর সমাধানমুখী একটা জবাব লিখে দাও।

25. কাস্টমার দাম কমাতে বলছে। ভদ্রভাবে না বলার, কিন্তু সম্পর্ক ভালো রাখার একটা জবাব দাও।

26. আমার দোকানের পোস্টার বানাও: [পণ্য/অফার], রং [ ], ওপরে লেখা থাকবে “[লেখা]”।

27. আমার ব্যবসার জন্য ৫টা আকর্ষণীয় স্লোগান বানাও – বাংলায়, ছোট আর মনে রাখার মতো।

28. নতুন কাস্টমারদের জন্য একটা স্বাগতম-মেসেজ টেমপ্লেট লিখো – যেটা অর্ডারের পর পাঠাবো।
29. আমার [ব্যবসা]-র জন্য কী কী উপলক্ষে (ঈদ, পূজা, বিজয় দিবস...) পোস্ট দেওয়া উচিত – সারা বছরের ক্যালেন্ডার বানাও।
30. প্রতিযোগী দোকান দাম কমিয়ে দিয়েছে। দাম না কমিয়ে কাস্টমার ধরে রাখার ৫টা বুদ্ধি দাও।
31. আমার পণ্যের ডেলিভারি দেরি হবে। কাস্টমারকে জানানোর একটা ভদ্র মেসেজ লিখো – যেন রাগ না করে।
32. [পণ্য]-এর বর্ণনা লিখো অনলাইনে বিক্রির জন্য – সুবিধা, ব্যবহার, আর কেন কিনবে – ৫ লাইনে।
33. আমার দোকানের গুগল/ফেসবুক রিভিউয়ের জবাব লিখো। রিভিউ: [রিভিউ কপি করো] – ধন্যবাদসহ ভদ্র জবাব।
34. মাসে [বাজেট] টাকায় আমার ছোট ব্যবসার প্রচারের প্ল্যান দাও – কোথায় কত খরচ, টেবিলে।
35. আমার ব্যবসার হিসাব রাখার একটা সহজ দৈনিক ছক বানিয়ে দাও – আয়, খরচ, বাকি, লাভ।
36. নতুন পণ্য আসছে: [পণ্য]। আগ্রহ তৈরি করার জন্য ৩টা “আসছে শীঘ্রই” পোস্ট লিখো।
37. আমার ব্যবসার নাম দরকার। ব্যবসা: [কী বেচো]। ১০টা সুন্দর, সহজ, মনে থাকার মতো বাংলা নাম দাও।
38. পুরনো কাস্টমারদের ফিরিয়ে আনার জন্য একটা বিশেষ অফার-মেসেজ লিখো।
39. আমার দোকানের জন্য একটা ছোট জরিপ বানাও – ৫টা প্রশ্ন, যা দিয়ে বুঝব কাস্টমার কী চায়।
40. এই মাসের বিক্রির তথ্য দিচ্ছি: [তথ্য]। কোন পণ্য ভালো চলছে, কোনটা না – বিশ্লেষণ করে ৩টা পরামর্শ দাও।

লেখালেখি (৪১-৬০)

41. [প্রাপক]-এর কাছে [বিষয়]-এ একটা আবেদনপত্র লিখো – বিনয়ী ভাষায়, দরখাস্তের নিয়ম মেনে।

42. আমার বায়োডাটা বানাও। পদ: [ ], পড়াশোনা: [ ], অভিজ্ঞতা: [ ], দক্ষতা: [ ] – এক পাতায়, পেশাদার ফরম্যাটে।

43. এই বায়োডাটাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করো, আন্তর্জাতিক মানে: [বায়োডাটা]

44. [সম্পর্ক]-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা লিখো – ৩ লাইনে, একটু মজা আর একটু আবেগ মিশিয়ে।

45. বিয়ের দাওয়াতের মেসেজ লিখো – [তারিখ, জায়গা] – আন্তরিক ভাষায়, সবাইকে পাঠানোর মতো।

46. চাকরির আবেদনের কভার লেটার লিখো। পদ: [ ], প্রতিষ্ঠান: [ ], আমার যোগ্যতা: [ ]।

47. অফিসে [কারণ]-এ [কয়দিন] ছুটির আবেদন লিখো – সংক্ষিপ্ত আর ভদ্র।

48. কাউকে ধন্যবাদ জানানোর মেসেজ লিখো। উপলক্ষ: [কী করেছেন]। যেন মন ছুঁয়ে যায়।
49. দুঃখ প্রকাশের মেসেজ লিখো – [ঘটনা]-র জন্য। আন্তরিক, অজুহাত ছাড়া।
50. কারো বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য ২ মিনিটের একটা ছোট বক্তৃতা লিখে দাও – [সম্পর্ক/উপলক্ষ]।
51. আমার এলাকার [সমস্যা] নিয়ে পৌরসভা/ইউনিয়নে একটা অভিযোগপত্র লিখো – তথ্যসহ, শক্ত কিন্তু ভদ্র ভাষায়।
52. ফেসবুকে দেওয়ার মতো একটা স্ট্যাটাস লিখো – বিষয়: [ ], মেজাজ: [মজার/আবেগি/অনুপ্রেরণার]।
53. ৫ বছরের বাচ্চার জন্য ঘুমপাড়ানি গল্প বানাও – চরিত্র: [বিড়াল আর রোবট], শিক্ষা: [সততা]।
54. আমার লেখা এই মেসেজটা আরও সুন্দর আর গোছানো করে দাও, মূল কথা ঠিক রেখে: [মেসেজ]
55. এই লম্বা লেখাটা ৩ লাইনে সারমর্ম করো: [লেখা]
56. একটা নোটিশ লিখো: [বিষয় – যেমন: বিল্ডিংয়ের পানি বন্ধ থাকবে] – তারিখ-সময়সহ, পরিষ্কার ভাষায়।
57. প্রিয়জনের জন্য একটা ছোট কবিতা লিখো – [নাম/সম্পর্ক], বিষয়: [ভালোবাসা/শুভকামনা]।
58. আমার হয়ে একটা ক্ষমা চাওয়ার মেসেজ লিখো – [কী হয়েছিল] – যেন সম্পর্কটা ঠিক হয়ে যায়।
59. চাকরি ছাড়ার পদত্যাগপত্র লিখো – পেশাদার, সংক্ষিপ্ত, সম্পর্ক ভালো রেখে।
60. এই ভয়েস মেসেজের মূল কথাগুলো গুছিয়ে লিখে দাও: [ভয়েস থেকে লেখা টেক্সট]

🎨 ছবি বানানো (৬১-৭৫)

61. আমার [দোকান]-এর পোস্টার বানাও: [পণ্য]-এর ছবি, [রং] ব্যাকগ্রাউন্ড, ওপরে বাংলায় লেখা “[লেখা]”।

62. ঈদ মোবারক শুভেচ্ছা কার্ড বানাও – চাঁদ-তারা, মসজিদের ছায়া, সোনালি-সবুজ রং, আমার [নাম/দোকানের নাম] নিচে।

63. আমার ফেসবুক পেজের কভার ছবি বানাও – বিষয়: [ ], রং: [ ], পেজের নাম বড় করে লেখা থাকবে।

64. একটা প্রোফাইল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন বানাও – পেশাদার, [রং], হালকা প্যাটার্ন।

65. [পণ্য]-এর “বিশেষ ছাড়” ঘোষণার পোস্টার – ছাড়ের সংখ্যাটা সবচেয়ে বড় করে, উজ্জ্বল রঙে।

66. বিজয় দিবস/স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা পোস্ট বানাও – লাল-সবুজ, স্মৃতিসৌধ, আমার [নাম] সহ।

67. বাচ্চার জন্মদিনের দাওয়াত কার্ড বানাও – [নাম], [বয়স], [তারিখ] – রঙিন বেলুন আর কেকসহ।

68. আমার [ব্যবসার] জন্য একটা সহজ লোগোর ডিজাইন আইডিয়া বানাও – [রং], নাম: [ ]।

69. রেস্টুরেন্টের মেনু কার্ডের ডিজাইন বানাও – [খাবারের ধরন], দাম বসানোর জায়গা রেখে।

70. “দোকান বন্ধ থাকবে” নোটিশের সুন্দর ছবি বানাও – [তারিখ], কারণ: [ঈদের ছুটি] – ভদ্র আর পরিষ্কার।

71. মোটিভেশনাল কোট-কার্ড বানাও – লেখা: “[প্রিয় উক্তি]” – সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডে, পড়া যায় এমন বড় হরফে।

72. আমার ইউটিউব/ভিডিওর থাম্বনেইল বানাও – বিষয়: [ ], বড় লেখা: “[ ]”, চোখে পড়ার মতো রং।

73. পাড়ার [অনুষ্ঠান]-এর ব্যানার ডিজাইন করো – তারিখ, জায়গা, আয়োজকের নাম বসানোর জায়গাসহ।

74. আমার পণ্যের “আগে-পরে” তুলনার ছবি বানাও – বাঁয়ে সমস্যা, ডানে সমাধান, মাঝে তীর।

75. শোক সংবাদের ছবি বানাও – শান্ত রং, সম্মানজনক ডিজাইন, [নাম ও তথ্য] বসানোর জায়গা রেখে।

🏠 পরিবার ও দৈনন্দিন (৭৬-৯০)

76. ঘরে আছে: [যা যা আছে]। এগুলো দিয়ে আজকের রান্নার ২টা অপশন দাও – ধাপে ধাপে রেসিপিসহ।

77. [খাবারের নাম] রান্নার রেসিপি দাও – ধাপে ধাপে, কতজনের জন্য কত উপকরণ সেটাসহ।

78. সপ্তাহের বাজারের লিস্ট বানাও [বাজেট] টাকার মধ্যে – [কয়জন] মানুষের সংসার।

79. মাসের সংসার খরচের একটা হিসাবের ছক বানাও – খাত অনুযায়ী, যেটা আমি প্রতিদিন পূরণ করব।

80. আগামীকাল ডাক্তার দেখাবো: [সমস্যা]। কী কী তথ্য গুছিয়ে নেব আর ডাক্তারকে কী প্রশ্ন করব – লিস্ট দাও।

81. [জায়গা]-য় ২ দিনের পারিবারিক ভ্রমণের প্ল্যান দাও – কোথায় থাকা, কী দেখা, আনুমানিক খরচসহ।

82. বাসা বদলের প্রস্তুতির একটা মাস্টার চেকলিস্ট বানাও – গোছানো থেকে নতুন বাসায় ওঠা পর্যন্ত।

83. আমার দৈনিক রুটিন বানাও: ঘুম থেকে উঠি [সময়], কাজ [সময়], লক্ষ্য: [নামাজ/ব্যায়াম/পড়া]-র জন্য সময় বের করা।

84. রমজানে সেহরি-ইফতারের এক সপ্তাহের সহজ খাবার-প্ল্যান দাও – স্বাস্থ্যকর আর কম খরচে।

85. বাচ্চার স্ক্রিন-টাইম কমানোর ৫টা বাস্তব বুদ্ধি দাও – যেগুলো বাংলাদেশের বাসায় সত্যিই কাজ করবে।

86. অতিথি আসবে [কয়জন], বাজেট [টাকা]। মেন্যু সাজিয়ে দাও – রান্নার ক্রম অনুযায়ী।

87. কারেন্টের বিল বেশি আসছে। বিল কমানোর ১০টা ঘরোয়া উপায় বলো – সবচেয়ে কার্যকরটা আগে।

88. ঈদের কেনাকাটার লিস্ট বানাও [বাজেট] টাকায় – [পরিবারের সদস্যদের তালিকা] – কার জন্য কত বরাদ্দ।

89. আমার মোবাইলের স্টোরেজ ভরে গেছে। কী কী ডিলিট করা নিরাপদ আর কীভাবে জায়গা খালি করব – ধাপে ধাপে বলো।

90. একটা মাসিক সঞ্চয় প্ল্যান বানাও: আয় [টাকা], খরচ [টাকা] – কোথায় কমিয়ে মাসে কত জমানো সম্ভব?

💰 ইনকাম (৯১-১০০)

91. আমি [পরিচয়], দিনে [সময়] ঘণ্টা ফ্রি। AI দিয়ে আমার জন্য সবচেয়ে মানানসই ইনকামের রাস্তা কোনটা? কারণসহ, আর প্রথম ৭ দিনের প্ল্যান দাও।

92. লোকাল দোকানদারকে ফেসবুক পেজ চালানোর প্রস্তাব দেওয়ার স্ক্রিপ্ট লিখো – কী করব, কত নেব [রেট], ভদ্র আর আত্মবিশ্বাসী ভাষায়।

93. আমার সার্ভিসের একটা মূল্য তালিকা বানাও: [সার্ভিসগুলো লেখো] – লোকাল বাজারের মানানসই রেটের পরামর্শসহ।

94. ক্লায়েন্টের সাথে কাজের চুক্তির একটা সহজ এক-পাতার খসড়া বানাও – কাজ, টাকা, সময়, বাতিলের শর্তসহ।

95. আমার [বিষয়]-এর ফেসবুক পেজের জন্য প্রথম ৩০ দিনের কনটেন্ট প্ল্যান দাও – সপ্তাহ ধরে ধরে।

96. ক্লায়েন্ট মাস শেষে টাকা দিচ্ছে না। তাগাদা দেওয়ার একটা ভদ্র কিন্তু দৃঢ় মেসেজ লিখো।

97. আমার কাজের নমুনা দেখানোর জন্য একটা ছোট পোর্টফোলিও-পোস্ট লিখো – [কী কী কাজ পারি] – যেটা ফেসবুকে দেব।

98. পাড়ার মানুষদের AI শেখানোর ২ ঘণ্টার একটা ক্লাসের প্ল্যান বানাও – কী কী শেখাবো, কোন ক্রমে, হাতে-কলমে।

99. এই মাসে আমার আয়-খরচ: [তথ্য]। পরের মাসে আয় বাড়ানোর ৩টা বাস্তব পদক্ষেপ বলো।

100. আমার ইনকামের অগ্রগতি রাখার একটা সাপ্তাহিক ট্র্যাকার ছক বানাও – ক্লায়েন্ট, কাজ, আয়, শেখা – চার ঘরে।

ইনকাম হুকুমের পরের কাজ

1. *সেরা উত্তরটি নিজে যাচাই করো।*
2. *নিজের তথ্য দিয়ে সম্পাদনা করো।*
3. *নমুনা হিসেবে সংরক্ষণ করো।*
4. *একজন সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে দেখাও।*

কঠিন শব্দের সহজ মানে

AI (এআই) – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা – কম্পিউটারের এমন প্রোগ্রাম যে মানুষের মতো লিখতে, বুঝতে আর বানাতে পারে। এই বইয়ের ভাষায়: তোমার গোলাম।

প্রম্পট (Prompt) – AI-কে দেওয়া তোমার হুকুম বা নির্দেশ। যত পরিষ্কার প্রম্পট, তত ভালো কাজ।

চ্যাটবট (Chatbot) – যে AI-এর সাথে চ্যাট করা যায় – যেমন ChatGPT, Gemini।

অ্যাপ (App) – মোবাইলের প্রোগ্রাম – Play Store থেকে ইনস্টল করতে হয়।

ফ্রি ভার্সন – টাকা ছাড়া যতটুকু ব্যবহার করা যায়। দিনে একটা সীমা থাকে।

সাবস্ক্রিপশন – মাসে মাসে টাকা দিয়ে বাড়তি সুবিধা নেওয়া। শুরুতে দরকার নেই।

ভয়েস / মাইক – মুখে বলে হুকুম দেওয়ার ব্যবস্থা – টাইপ করার দরকার হয় না।

Google Lens – ক্যামেরা দিয়ে দেখে অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার Google-এর টুল।

সোর্স (Source) – তথ্যটা কোথা থেকে এসেছে – যাচাইয়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিস।

মনিটাইজেশন – ফেসবুক/ইউটিউব থেকে কনটেন্টের বিনিময়ে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা।

কনটেন্ট (Content) – অনলাইনে দেওয়ার জিনিস – লেখা, ছবি, ভিডিও সবই কনটেন্ট।

ক্লায়েন্ট (Client) – যে তোমার সার্ভিস কেনে – তোমার কাজের মালিক-পক্ষ।

ফ্রিল্যান্সিং – কারো অধীনে চাকরি না করে নিজের দক্ষতা দিয়ে কাজ ধরে ধরে আয় করা।

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং – প্রম্পট লেখার উন্নত কৌশল – যেটা শিখলে AI দিয়ে পেশাদার কাজ করা যায়। (এই সিরিজের পরের বই!)

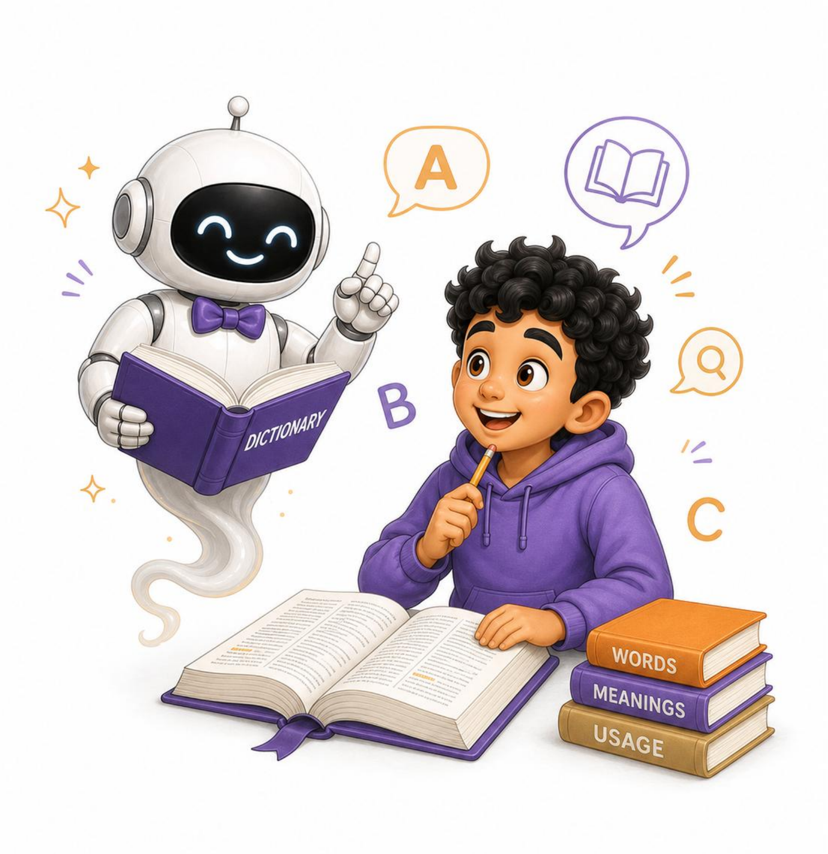

শেষ চিঠি – প্রথম বইয়ের সমাপ্তিতে

এবার কাজে নামো – বই শেষ করার পর প্রথম সাত দিন

প্রথম সাত দিনে প্রতিদিন অন্তত একটি বাস্তব কাজ এআইকে দিয়ে করাও– একটি লেখা, একটি পরিকল্পনা, একটি হিসাব, একটি উত্তর, একটি আইডিয়া বা নিজের কোনো সমস্যার সমাধান। যত বেশি ব্যবহার করবে, তত দ্রুত বুঝবে–এআইকে ভালো কাজ করানোর আসল রহস্য টুলে নয়, হুকুমে।

এই বইয়ের শুরুতে হয়তো এআইকে একটু জটিল, ভয়ের বা শুধু প্রযুক্তিবিদদের জিনিস মনে হয়েছিল। এখন তুমি জানো–এআই কোনো জাদু নয়। এটা এমন এক বাধ্য গোলাম, যে তোমার কথা যত পরিষ্কার বুঝবে, কাজও তত ভালো করবে।

কিন্তু একটা সত্যি কথা মনে রেখো। এই বইয়ের কোনো প্রম্পট নিজে থেকে তোমার জীবন বদলাবে না। বদলাবে তখনই, যখন তুমি নিজের কাজে এগুলো ব্যবহার করবে, ভুল করবে, হুকুম ঠিক করবে, আবার চেষ্টা করবে।

তাই বইটা তুলে রাখার আগে আজই একটা কাজ করো: যে কাজটা অনেক দিন ধরে ফেলে রেখেছ, সেটার জন্য এআইকে প্রথম পরিষ্কার হুকুমটা দাও। ছোট কাজ দিয়েই শুরু হোক। কারণ আজকের এই ছোট শুরুটাই একদিন তোমার পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা কিংবা দৈনন্দিন কাজের ধরন বদলে দিতে পারে।

এখানেই আমাদের যাত্রা শেষ নয়। এই বইয়ে তুমি এআইকে কাজ করাতে শিখলে। পরের ধাপে এই দক্ষতাকেই কীভাবে আরও বড় কাজে লাগানো যায়, সেই রাস্তা অপেক্ষা করছে।

তোমার প্রথম "এটা তো সত্যিই কাজ করল!" গল্পটা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

– এস কে মনোয়ার নাহিদ

বইটা শেষ, কিন্তু যাত্রাটা না।

তুমি এখন গোলামের মালিক। এবার মালিক থেকে ওস্তাদ হওয়ার পালা।

এই সিরিজের পরের বই

AI প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং সিক্রেটস

Your Way from Skill to Dollar

ভেতরে যা পাবে:

- প্রফেশনাল প্রম্পটের গোপন ফর্মুলা – R-G-C-C-F
- ফ্রিল্যান্সিং: Fiverr/Upwork-এ ডলারে ইনকামের পুরো রাস্তা
- AI দিয়ে ইউটিউব ভিডিও, বিজ্ঞাপন, অটোমেশন – A থেকে Z
- ৯০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান – পোর্টফোলিও থেকে প্রথম ক্লায়েন্ট
- আরও ১০০টা অ্যাডভান্সড প্রম্পট – দুই বই মিলে ২০০!

> দেখা হবে পরের বইয়ে। ততদিন – হুকুম দিতে থাকো, মালিক! 🤖

শেষ নোট – এবার AI-কে কাজে নামাও

AI তোমার গোলাম; সিদ্ধান্ত, দিশা আর দায়িত্ব তোমার।

চেকপয়েন্ট – মালিকের প্রথম ৭ দিন

- প্রতিদিন একটি বাস্তব কাজ AI-কে দিয়ে করাও।
- একটি স্পষ্ট প্রম্পট লিখে ফল যাচাই ও ঠিক করো।
- সময়, আয় বা শেখার অগ্রগতি ছোট নোটে লিখে রাখো।
- নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখো – AI সহকারী, সিদ্ধান্তদাতা নয়।

কাজ শুরু হোক আজই।